হেমচন্দ্র।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী

প্রণীত।

" That man is but a picture of what I might be."

["The upper air of poetry is the atmosphere of sorrow. * * The smile plays upon the countenance ; the laugh is a momentary and noisy impulse ; but the tear rises slowly and silently from the deep places of the heart."]

কলিকাতা।

১০৭ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কর-প্রেসে

শ্রীযদুনাথ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯৩২-৩৩।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

হেমচন্দ্র	নায়ক।
উদয়চাঁদ	হেমচন্দ্রের খুল্লতাত।
হরপ্রসাদ	জমীদার।
প্রিয়নাথ	মুঙ্গের নিবাসী জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি।
শুক্রাচার্য্য	বামাচারীগণের কুলাচার্য্য।

দেওয়ান, ভৃত্য, ভিখারিণী, পাইক, তপোধন ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সরলা	হেমচন্দ্রের স্ত্রী।
তারা	হেমচন্দ্রের মাতা।
জগদম্বা	উদয়চাঁদের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
ইন্দুমতী	শুক্রাচার্য্যের স্ত্রী।
শৈবলিনী	ইন্দুমতীর সহচরী, জনৈক বামাচারীর স্ত্রী।

হেমচন্দ্র।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।
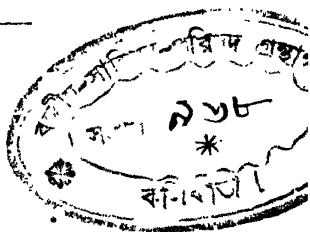
শয়ন-গৃহ ; রজনী অবসান।

সরলা। নাথ, আমি কি নিষ্ঠুর! স্বার্থপর হ'য়ে আমি আজ তোমায় সারা রাত্রি জাগালুম, কিন্তু নাথ, আমার দোষ নাই, আমার প্রাণে যে এখন কি হ'চ্চে তা বল্‌বার নয়, (কর ধারণ করিয়া, ছল ছল নয়নে) হাঁ নাথ, আজিকার দেখা কি আমাদের সম্বৎসরের দেখা হ'লো ?

হেমচন্দ্র। (সজলনয়নে) প্রিয়তমে! আমি কেন দুঃখী হ'য়েছিলুম ?

সরলা। হাঁ নাথ, এমন অমূল্য প্রণয়-ধন বিধাতা আমাদের কেন দিলেন? লোকে বলে 'দুঃখের রাত্রি আর পোহায় না,' কিন্তু নাথ! এ দুঃখের রাত্রি আমাদের আজ কোন্ দিক্ দিয়ে গেল।

হেমচন্দ্র। প্রাণাধিকে! পৃথিবী যে এমন নিষ্ঠুর, আর অর্থ উপার্জ্জন যে এত ক্লেশকর, হায়! ক্লেশকর কেন ব'ল্‌চি আমি তো কষ্ট কর্‌তে পরাঙ্মুখ নই, এমন দুঃসাধ্য তা আমি পূর্ব্বে জান্‌তুম না। হাঁ সরলে! আমার কি ইচ্ছা যে তোমাকে এখানে রেখে আমি বিদেশে সম্বৎসর কাটাই? কিন্তু কি করি আমার অবস্থা আমাকে রেখেছে। সরলে, প্রতি

দিনের দুঃখের ছবি প্রাণে যদি প্রতিবিম্বিত হ'য়ে থাক্‌তো, আর সেই প্রাণ যদি তোমাকে দেখাতে পার্‌তুম, তা হ'লে তুমি দেখ্‌তে যে আমি কি কষ্টে এক বৎসর কাটিয়েছি (দীর্ঘ নিশ্বাস) রজনী এখন ত প্রভাত হয় নি, লজ্জা-ভয়ে আমাকে শীঘ্র ছেড়ে যেওনা, যতক্ষণ পারি তোমার চাঁদ-মুখ দেখি।

সরলা। নাথ! আকাশের তারা সকল শশি-মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে একে একে অস্তগত হয়েছে, এ দুঃখিনীর নয়ন-তারা তোমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যদি সেই রূপ অস্তগত হ'তো, তা হ'লে, নাথ, এই প্রভাতে আমি কি সুখী হ'তুম।

হেমচন্দ্র। সরলে, দুঃখীদিগের আশাই একমাত্র অবলম্বন।

সরলা। নাথ, ও কথা বলা বাহুল্য। আমি এই আশালতাই অবলম্বন ক'রে সম্বৎসর জীবিত ছিলুম ও থাক্‌বো: কিন্তু নাথ, তোমার খুড়ীমার বাক্য-হুতাশনের প্রখর তাপে বোধ হয় সেই আশালতা আর জীবিত থাকে না (বিগলিত নেত্র হইতে দুই তিন বিন্দু অশ্রুপতন)।

হেমচন্দ্র। (অনন্যমনে, ছল ছল নেত্রে, আপনার অবস্থা চিন্তন) আমি যত শীঘ্র পারি তোমাদিগকে এখান থেকে নিয়ে যাব।

সরলা। নাথ, তোমার সঙ্গে থেকে যদি সন্ধ্যাকালে একমুট আহার হয়, অতি সামান্য কুটীরে থাক্‌তে হয়, আর মাটীতে এই অঞ্চল শয্যা হয়, তাও আমার পক্ষে স্বর্গতুল্য। আমি আর এ প্রচণ্ড অহঙ্কার সহ্য কর্‌তে পারিনি, আর সারা দিন শশঙ্কিত হ'য়ে কাটাতে পারিনি। নাথ, মানুষের প্রাণ যে এত কঠিন হয় আমি তা পূর্ব্বে জান্‌তুম না। তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রতিদিন আদর ক'রে আমি যার মাথা বেঁধে দিতুম, আপনি না খেয়ে যাকে খাওয়াতুম্, হাঁ নাথ, সে এখন আমাকে চাকরাণীর মতন খাটায়! হায়! যদি এ ক'রেও ক্ষান্ত হ'তো তাহ'লেও সইতে পার্‌তুম্; কেননা, আমার এখন অল্প বয়স, বড় দুঃখ হ'লে এক দিন না খেয়েও কাটালে বড় কষ্ট হয় না, কিন্তু ঠাকুরণ্, বুড়মানুষ (আহা! উনি কত দিন বা বাঁচ্‌বেন্) ওঁর উপর আমার মতন ব্যবহার! গরীবের কি কিছু মান নাই? তাদের কি প্রাণ নাই? সদা তাচ্ছিল্য ক'র্‌লে কি তারা প্রাণে ব্যথা পায় না?
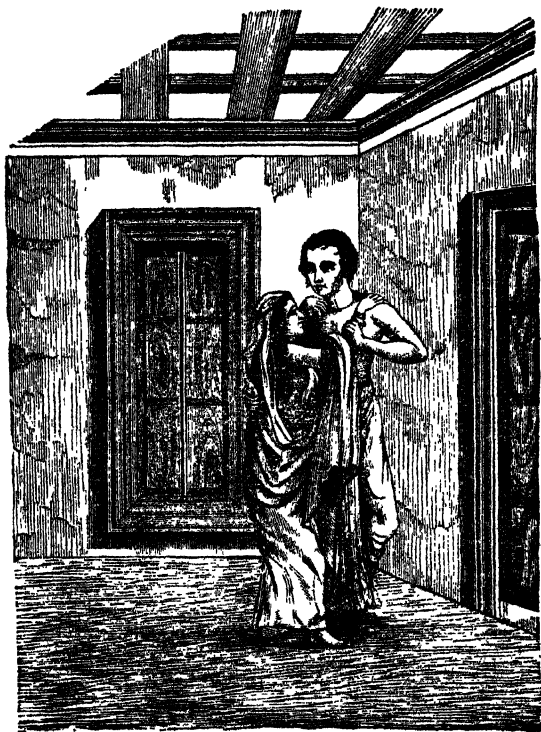
হেমচন্দ্র। সরলে—বিদায়—আলিঙ্গন।

হেমচন্দ্র। (সজলনয়নে, অবনত বদনে, স্বগত) 'ধর্ম্মপথে থাক্‌লে কোন কষ্ট হয় না, হায়! দুঃখীদিগের এ জীবস্থান-ভেদী দুঃখ কি কষ্ট নয়? এই কষ্ট কি আমাদিগের পরীক্ষা?

সরলা। নাথ, তুমি আজ দশ দিন হ'লো বাড়ীতে এসেচ, তোমার খুড়ীমার ব্যবহার তুমি আপনি যা চক্ষে দেখেচো তা ছাড়া আমি তোমাকে কিছুই বলি নাই, বলিতেও একটু ইস্ছা ছিল না; যেহেতু অকারণ মনো-বেদনা দেওয়া আমার কি ইচ্ছা? কিন্তু নাথ কি করি, তুমি আজ সকালেই যাচ্চ—এই ভাবনা যতই ভাব্‌চি আমি ততই চারিদিক শূন্য দেখ্‌চি—আমার প্রাণ ততই ব্যাকুল, ততই অস্থির হ'চ্চে, আমি আর থাক্‌তে না পেরে তোমাকে আমার দুঃখ জানিয়েছি। (কাঁদিতে কাঁদিতে গলদেশ ধারণ করিয়া) নাথ, পৃথিবীতে আমার আর কে আছে? আমার মনের দুঃখ আর কা'কে জানাবো? আমার আর কে আছে?

(বাহিরে পদ-শব্দ।)

হেমচন্দ্র। মা বুঝি উঠেচেন?

সরলা। কৈ? (স্থিরকর্ণে পদশব্দ শুনিয়া) হাঁ, মা উঠেচেন, নাথ, আমি যাই।

হেমচন্দ্র। (গদ গদ স্বরে) সরলে, বিদায়, আলিঙ্গন। (বিদায় গ্রহণান্তে অবগুণ্ঠিতা হইয়া সরলার গৃহ হইতে বহির্গমন; বাহিরে, গৃহের এক প্রান্তে, হস্তে অর্ঘ্য, সম্মুখে একটী পূর্ণকুম্ভ, সন্তানের উঠিবার প্রতীক্ষায় তারাদেবীর অবস্থিতি)

হেমচন্দ্র। (সজল নয়নে একাকী শয্যায় বসিয়া স্বগত) হা মাতঃ সরস্বতি! আমি দুঃখি-পুত্র ব'লে বাল্যকাল অবধি দিবা রাত্রি, এক মনে আহার নিদ্রা তুচ্ছ ক'রে আপনার আরাধনা করেছিলাম—মাতঃ, সেই আরাধনার কি এই পরিণাম? ধনি-পুত্রের প্রকারান্তরে চাটুকারও হইতে হইল, তথাচ পত্নী ও মাতার সহিত একত্রে থাকিবার উপায় হইল না। মাতঃ, অর্থ না থাকিলে কেহ যেন আপনার উপাসনা না করে? আপনি অতি কষ্টে

প্রসন্ন হন, কিন্তু মাদৃশ জনের পক্ষে আপনার প্রসন্নতা ঘন-মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে ভয়াকুল পথিকের পক্ষে সৌদামিনীর ক্ষণ-প্রভার ন্যায় আমার ভ্রান্তি ও দুঃখের কারণ হইতেছে—আমার প্রিয়জন-মনস্তাপ-জনিত বর্ত্তমান দুঃখ-রাশির হ্রাস সম্পাদন না ক'রে বরং সমধিক বৃদ্ধি সাধন করিতেছে, এবং আমাকে পরিণাম-চিন্তনে সক্ষম ক'রে আমার হৃদয়কে ব্যাকুল করিতেছে। মাতঃ, এতাবৎকাল আমার বিশ্বাস ছিল যে আপনি প্রসন্না বলিয়া সৌভাগ্য দেবীও প্রসন্না হইবেন, হায়! সে বঞ্চিত বিশ্বাস এখন হৃদয় হইতে তিরোহিত হইতেছে। আমি এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি যে সৌভাগ্য দেবীর প্রসন্নতা লাভ করিতে স্বতন্ত্র উপাসনা আবশ্যক, মাতঃ, আমি আপনার চরণে বিদায় লইয়া তাঁহারি উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম, আমার দোষ নাই।

(শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া)

হেমচন্দ্র। মা, এত ভোরে হিমেতে এমন স্থানে ব'সে আছেন?

তারা। (ছল ছল নয়নে) বাবা, তুমি এক্ষণি যাচ্চ, পাছে সকালে উঠে আর কিছু দেখ ব'লে এই পূর্ণ কুম্ভটী রেখেছি—দেখ; আর, (কম্পিত হস্তে) মার পায়ের এই অর্ঘ্যটী আমি বিজয়ার দিন গাঙ্গুলিদের বাড়ী থেকে চেয়ে নিয়ে এসেচি ইটী হাত পেতে লও, চাদরে বেঁধে রাখ; তুমি যেখানে থাক মা তোমাকে রক্ষা কর্'বেন্।

হেমচন্দ্র। (অর্ঘ্য লইয়া মাতাকে প্রণাম করিয়া মাতার পদধূলি গ্রহণে উদ্যত)

তারা। থাক্ বাবা থাক্ আমার পায়ে কাদা।

হেমচন্দ্র। (চরণমৃত্তিকা লইয়া মস্তকে দিয়া) মা আমি এ কাদা মুছ্‌ব না (সজল নয়নে) মা আমি আজ স্নান কর্‌ব না।

তারা। বাবা কল্‌কেতায় গিয়ে একখানি পত্র লিখ; তুমি বিদেশে থাক, আমার প্রাণটী সেখানে প'ড়ে থাকে—রাত্রিতে একটু কিছু স্বপন দেখ্‌লে হু হু ক'রে কাঁদতে থাকি আর মা দুর্গাকে ডাকি, তার পর যতক্ষণ না তোমার চিঠী পাই ততক্ষণ পর্য্যন্ত মন শান্ত হয় না।

হেমচন্দ্র। মা, খুড়র ব্যবহার আমি সব জেনেছি। আমি যত শীঘ্র পারি আপনাকে লয়ে যাব, আমার আর পৈত্রিক ভিটের উপর মায়া নাই।

তারা। (সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া) তা হ'ক্ বাবা, যখন তুমি পা'র্‌বে তখন আমাদের নিয়ে যেও, এখন সে সব কথা থাক্; প্রাতর্ব্বাক্যে আশীর্ব্বাদ করি তুমি বাবা নীরোগ হ'য়ে থাক আমি আর কিছু চাই নি।

হেমচন্দ্র। মা, পরমেশ্বর অবশ্যই মুখ তুলে চাইবেন; সতের পুরস্কার তিনি অবশ্যই ক'র্‌বেন।

তারা। থাক্ বাবা ওকথা থাক্—একটু ব'সো, তোমার খুড়ীমা উঠ্‌লে একটী প্রণাম ক'রে যেও, বয়সেই বড় না হোগ্, সম্পর্কেত বড়।

হেমচন্দ্র। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আচ্ছা মা আপনি যা ইচ্ছা করেচেন আমি তাই ক'র্‌বো, খুড়ী উঠুন—(কিঞ্চিৎ পরে শয়ন-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কিঞ্চিৎ দূর দিয়া জগদম্বার গমন) কাকি, দাঁড়ান, আমি যাচ্চি, আপনাকে প্রণাম করি।

জগদম্বা। (নিকটে আসিয়া, স্বগত) বুড়ী অবিশ্যি শিখিয়ে দিয়েচে, আর সরলাও বলেচে, তা না হলে ও যে ডেকে আমাকে প্রণাম করে এতো কখনই হ'তে পারে না—সরলাটাকে দেখ্‌লে আমার গায়ে বিষের জ্বালা দেয়—পোড়ামুখী ভাতারের নামে যেন গ'লে পড়ে, আর ভাতারও তেমনি মাগ মাগ ক'রে পাগল; যদি এক শো মেয়েমানুষ থাকে ত তাদের দিকে ঘাড় তুলে চায় না; সাধে কি রাগ হয়!

হেমচন্দ্র। কাকী আমি এখন চল্লুম, আমার মাকে আর সরলাকে দেখ্‌বেন।

জগদম্বা। দেখ্‌বো!

(মাতার নিকট বিদায় লইয়া হেমচন্দ্রের গমন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাঠ; বেলা দুই প্রহর।

হেমচন্দ্র। (একটী সুবিস্তৃত ঘন-পল্লবাবৃত তরুমূলে আসিয়া) আঃ কি স্নিগ্ধ ছায়া! তরুবর! তুমি দীর্ঘজীবী হও! পৃথিবীতে আমার ন্যায় বিস্তর লোক প্রখর রৌদ্রের তাপে দগ্ধ হ'য়ে তোমার সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম হেতু আস্‌বে; বিস্তর গৃহ-হীন অনাথ কোথাও আশ্রয় না পেয়ে তোমার তলে এসে রাত্রি যাপন ক'র্‌বে।

(দুইজন ভিখারিণীর প্রবেশ।)

ভিখারিণীদ্বয়। বাবুর জয় হউক—বাবু সুখে থাক—কিছু খেতে দাও বাবু—মোরা কাল দুপর বেলা থেকে কিছু খেতে পাইনিকো বাবু, মোদের মাইয়ের দুধ নাবেনি, ছেলে দুটা টা টা ক'র্‌চে।

হেমচন্দ্র। (দয়ার্দ্র হ'য়ে) এই নেও বাছারা (দুইটী দুয়ানি প্রদান)।

এক ভিখারিণী। কেমন দেখ্‌লিলো, মুইতো ব'লে থাকি, এক এক জন বাবু আছে তেনারা পরমেশ্বরের চেয়ে দয়ালু।

(ভিকারিণীদ্বয়ের গমন।)

হেমচন্দ্র। (চকিত হয়ে স্বগত) উঃ কি বিষম কথা! কি শুন্‌লুম! ঈশ্বর—সৃষ্টিপতি—অখিলনাথ! এ কি কথা!! (স্তব্ধ হইয়া চিন্তন) এই ভিখারিণীদ্বয় অবশ্য বহুকাল যৎপরোনাস্তি দুঃখে ব্যথিত হ'য়ে এই কথা বলেচে। জ্ঞানীরা বলেন দুঃখ মনুষ্যের উপকারের জন্য আইসে। হিতাহিত জ্ঞান, মনুষ্য-স্বভাব-বোধ, সত্য ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, দুঃখ হইতেই জন্মে। সত্য, এই সকল হয় বটে; কিন্তু দুঃখেরও সীমা আছে। যেমন বহুদিনব্যাপী দুরন্ত অনাবৃষ্টি পৃথিবীর মঙ্গলসাধন না ক'রে বরং অনিষ্ট করে, অধিককাল-স্থায়ী, অতীব, অসহ্য কষ্টও সেই রূপ মনুষ্যের বুদ্ধি, দয়া, স্নেহ প্রভৃতিকে নিস্তেজ করে—

(একখানি শিবিকা লইয়া তরুমূলে চারিজন বাহকের উপস্থিতি; শিবিকা হইতে হরপ্রসাদ বাবুর অবতরণ ও তরুমূলে উপবেশন; বাহকগণের তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন।)

হরপ্রসাদ। (হেমচন্দ্রের দিকে চাহিয়া) উঃ কাত্তিক মাসে কি প্রচণ্ড রদ্দুর।

হেমচন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ।

হরপ্রসাদ। তোমার নাম কি বাপু, তুমি দেখ্‌চি ব্রাহ্মণ—প্রণাম।

হেমচন্দ্র। স্বস্ত্যস্তু। আমার নাম হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হরপ্রসাদ। তোমার নিবাস?

হেমচন্দ্র। কাটোয়া।

হরপ্রসাদ। এখন যাওয়া হ'চ্চে কোথায়?

হেমচন্দ্র। পূজার ছুটীতে বাড়ী এসেছিলাম, অদ্য কলিকাতায় যাবো ব'লে বেরিয়েছি। মহাশয়ের নাম?

হরপ্রসাদ। সে কি বাপু আমাকে চেন না? আমার নাম হরপ্রসাদ রায়চৌধুরী, আমি বিষ্ণুপুরের জমীদার, কাটোয়ায়ও আমার জমীদারী আছে, আমিও সেখান থেকে আস্‌চি। তুমি কি কর বাপু?

হেমচন্দ্র। আজ্ঞে সে দুঃখের কথা কি বল্‌বো, কল্‌কেতায় একটী সওদাগরের আপিসের ওজন সরকারী।

হরপ্রসাদ। কয়টী টাকা বেতন পাও?

হেমচন্দ্র। (অধোমুখে) ১২টী টাকা পাই।

হরপ্রসাদ। আরো কিছু উপরি পাও?

হেমচন্দ্র। নিলে কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যেরূপ বিশ্বাসের কাজ তাতে নিতে গেলে মহাজনের ক্ষতি করা হয়; সুতরাং এরূপ কাজ ক'র্‌লে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।

হরপ্রসাদ। তুমি কদ্দিন একাজ ক'র্‌চো?

হেমচন্দ্র। এই এক বৎসর।

হরপ্রসাদ। ইতিপূর্ব্বে কি ক'র্‌তে?

হেমচন্দ্র। ইস্কুলে পড়্‌তুম্।

হরপ্রসাদ। (স্বগত) এই ঠিক লোক পেয়েচি (প্রকাশে) তোমার কথা বার্ত্তায় বোধ হ'চ্চে তুমি যে কাজ ক'র্‌চো তাতে তুমি সন্তোষ নও—তা হ'তেই পারে। তোমার অবস্থা শুনে আমারি মনে কষ্ট হ'চ্চে, তা বাপু আমি একটী মানস কর্‌চি—মানসটি এই যে আমি তোমাকে একটী কর্ম্ম দেবো, তুমি যদি ক'র্‌তে রাজি হও—

হেমচন্দ্র। (ঔৎসুক্যের সহিত) কি কাজ মহাশয়?

হরপ্রসাদ। স্থির হও বাপু আমি বল্‌চি—আমি তোমার উপকার ভিন্ন অনুপকারের চেষ্টা কর্‌চিনি—তুমি ব্রাহ্মণ।

হেমচন্দ্র। ঈশ্বর আপনার উন্নতি করুন!

হরপ্রসাদ। থাক্ এখন আশীর্ব্বাদ থাক্ (স্বগত) কি পাপ! (প্রকাশে) আমি বল্‌চি কি পূবে যশোহর জেলার এলেকায় আমার একটী তালুক আছে, এই তালুকে তোমার মতন ভালমানুষ একটী নায়েব আবশ্যক হ'চ্চে তা তুমি যদি নায়েবী ক'র্‌তে রাজি হও ত যেদিন কল্‌কেতায় পৌঁছিবে তার পরদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো আমি বরাবর ভবানীপুরে যাচ্চি, সেখানে মাসখানিক থাক্‌বো।

হেমচন্দ্র। যে আজ্ঞা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনার জমিদারীতে কি এখন কেউ নায়েব নাই?

হরপ্রসাদ। সে বাপু ঢের কথার কথা। তুমি যদি আমার অধীনে কাজ ক'র্‌তে রাজি হও তা হ'লে আমি তোমাকে আপাততঃ বিশ টাকা ক'রে বেতন দেবো। আর যদি প্রজাদের বেশ সুশাসিত ক'র্‌তে পার, বেশ ক'রে খাজনা আদায় ক'র্‌তে পার, তা হ'লে পশ্চাতে তোমার বেতন বৃদ্ধি ক'রে দেবো। আমি এখন উঠলুম্, প্রণাম।

(হরপ্রসাদ বাবুর শিবিকা আরোহণ ও গমন ; হেমচন্দ্রের উঠিয়া আশীর্ব্বাদ করণ ও কলিকাতাভিমুখে গমন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভবানীপুর ; হরপ্রসাদের বৈঠকখানা ; সায়ংকাল।

হরপ্রসাদ। সে ছোকরার আজ আস্‌বার কথা; আমি তোমাকে আগেই বলেচি সে ইস্কুলের পোড়ো, ওজন সরকার, তা হ'তে কিছু আমার কাজ হাসিল হবার সম্ভাবনা নেই, তবে তাকে মধ্যিখানে থেকে সাজিয়ে রেখে কাজ উদ্ধার ক'র্‌তে হবে। (কিঞ্চিৎ বিলম্বে) আচ্ছা তার সঙ্গে কজন পাইক দেওয়া উচিত বিবেচনা কর ?

দেওয়ান। আজ্ঞে, দশ বারো জন হলেই হবে।

হরপ্রসাদ। তাবইকি, অধিক দরকার নেই। অধিক দিতে গেলে হাকিমদের মনে সন্দেহ হবে। আমি বলি কি এই যে দশজন লোক্‌কে পাঠান হবে, তাদের মধ্যে জন চারেক্‌কে পাল্‌কির বেহারা সাজিয়ে দিও, আর এক জনকে লণ্ঠন-বহা বেহারা করে দিও, তাহ'লে আর পাঁচজন থাক্‌বে, এই পাঁচজন নায়েবের সঙ্গে গেলে কোন রূপ সন্দেহের পথ থাক্‌বে না।

দেওয়ান। আজ্ঞে হাঁ, এই সৎযুক্তি।

হরপ্রসাদ। সৎযুক্তি কিনা—এঁ্যা ?

দেওয়ান। আজ্ঞে তার আর বল্‌বার সয় কি।

হরপ্রসাদ। আর এক কথা—এই যে দশ জন যাবে, তুমি এদের মফস্বলে ডেকে ব'লে ক'য়ে দিও, তারা যেন খবদ্দার আমার নাম না করে। বিশেষ ক'রে ব'লে দিও, যেন বেটারা আমার অন্নে থেকে, আমার নুন খেয়ে, যেন আমার গলায় ছুরি দেয় না।

দেওয়ান। আজ্ঞে তাও কি হ'তে পারে !

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। মশায়, একটী বাবু আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেচেন, তিনি নীচে কার্‌কুন মশায়ের কাছে বসে আছেন।

হরপ্রসাদ। তার বয়স কত ?

ভৃত্য। আজ্ঞে এই চব্বিশ, পঁচিশ।

হরপ্রসাদ। সে দেখ্‌তে কেমন ?

ভৃত্য। আজ্ঞে তা বেশ্‌ চিকণ।

হরপ্রসাদ। (দেওয়ানের প্রতি চাহিয়া) তবে সেই। (ভৃত্যের প্রতি চাহিয়া) তুই তাকে উপরে নিয়ে আয়; আর দেখ্‌ এক ছিলিম তামাক অম্‌নি নিয়ে আসিস্‌তো।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান]

(হেমচন্দ্রের প্রবেশ।)

হেমচন্দ্র। (আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক উপবেশন) আপনি সে দিন যে আশা দিয়েছেন—

হরপ্রসাদ। আমি তা ভুলিনি বাপু; আমি দেওয়ানের সঙ্গে এই মাত্র তোমারি কথা কচ্ছিলুম তা আমি তোমাকে যা বলেছি, তা ক'র্‌বো।

হেমচন্দ্র। (সজল নয়নে) আজ্ঞে তাহ'লে আমার পরম উপকার করেন্‌।

হরপ্রসাদ। তুমি কবে রওয়ানা হ'তে ইচ্ছা ক'র্‌চো ?

হেমচন্দ্র। আমার আর ইচ্ছা কি আপনি যে দিন বলেন; তবে আমি যাঁর কাছে কাজ কর্‌চি তাঁকে ব'লে ক'য়ে আস্‌বো।

হরপ্রসাদ। আচ্ছা তাকে ব'লে ক'য়ে পর্‌শু দিন আমার কাছে এস, আমি তোমার যাবার সমস্ত সরঞ্জাম ক'রে দেব। তুমি আমার নায়েব হ'য়ে যাবে, আমি যেমন ক'রে যাই, তোমাকে সেই রকম ক'রে পাঠাব। কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ ব'লে দুই একটী কথা ব'লে দি। তুমি জমিদারিতে গিয়ে

পৌঁছিলে তোমাকে সকলে নজর দিতে আস্‌বে, হুজুর হুজুর ক'রে ডাক্‌বে, পাঁচজনে পাঁচ কথা কবে, তুমি তাদের সঙ্গে বেশী কথা কয়োনা, বুঝে সুজে জবাব দিও, বেশ গম্ভীর হয়ে থেকো; আর খাজনা কমাবার কথা কেউ বল্লে তুমি তাদের হতাশ ক'রোনা, বরং ব'লো, আমি জমিদারের কাছে তোমাদের জন্যে বিশেষ ক'রে বল্‌বো—আমার কথার মর্ম্ম বুঝেচো?

হেমচন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ।

হরপ্রসাদ। তুমি খুব সুবোধ! আমি আরো অনেক কথা তোমাকে ব'লে ক'য়ে দেবো, সে পর্‌শু দিন হবে। তুমি আজ এস, আমি এক্ষণি উকিলের বাড়ী যাচ্চি।

হেমচন্দ্র। তবে আমি আসি, এক্ষণে আপনার উপর আমার সমস্ত ভরসা।

হরপ্রসাদ। (হাই তুলিয়া) তা কিছু ভেবনা—প্রণাম।

(হেমচন্দ্রের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(প্রথম গর্ভাঙ্ক)

উদয়চাঁদের গৃহ ; বেলা অপরাহ্ণ।

জগদম্বা। তুমি কোথা গিছ্‌লে ?

উদয়চাঁদ। কেন বল দেখিন্, আজ যে মুখটী বড় ভার ভার দেখ্‌চি ?

জগদম্বা। কেমন এক কথা, ভার আবার কি? জিজ্ঞাসা কর্‌লুম কোথা গিছ্‌লে তার উত্তর কি মুখ ভার ?

উদয়চাঁদ। না তা নয়, মুখ খানিতে একটু হাসি নেই—

জগদম্বা। হাসি, হাসি কি সব সময় ভাল লাগে ? দূর হওগে, আমি ঘর থেকে যাই।

উদয়চাঁদ। (অঞ্চল ধরিয়া) না—না—যেওনা, আমি বল্‌চি, আমি ন-পাড়ায় গিছ্‌লুম।

জগদম্বা। ন-পাড়ায় সালিসি হ'তে গিছ্‌লে, এদিকে ঘরে মাগ ভাত পায় না, ভাতার যায় সালিসি হ'তে।

উদয়চাঁদ। বলি—কি—কি হয়েছে কি ?

জগদম্বা। হবে আবার কি? আমি ঘুমচ্ছিলুম্ একটা কাক্ এসে আমার মাথা ঠুক্‌রে গেছে।

উদয়চাঁদ। আহা কৈ দেখি, বাড়িতে যারা আছে তারা সব কি ম'রে ছিল ?

জগদম্বা। তোমার আর দরদ দেখাতে হবে না; যেমন ঢেঁকি বুদ্ধি ! (মুখের কাছে মুখ ল'য়ে) ঢেঁকি ! ঢেঁকি !! ঢেঁকি !!!

উদয়চাঁদ। (অবাক্ হইয়া) কি হয়েছে ?

জগদম্বা। আজ কি তিথি ?

উদয়চাঁদ। (মৃদুস্বরে) আজ নবমী।

জগদম্বা। আজ তবে লাউ খেতে নেই ?

উদয়চাঁদ। না।

জগদম্বা। আর কত দিন এমন বিধান দিয়ে বেড়াবে কিছু কাজ কর্ম্ম ক'র্‌বে না, আমার সঙ্গে কেবল খুন্‌সুড়ী ক'র্‌বে।

উদয়চাঁদ। আজ যে একথা উঠ্‌লো ?

জগদম্বা। উঠ্‌বেনা কেন হেম কেমন চাক্‌রি পেয়েচে, তার মাগ সোনার গয়না পর্‌বে, আর আমার রূপোর পৈঁচে ঘুচ্‌বে না।

উদয়চাঁদ। কি কাজ পেয়েচে ? আমি তো কিছুই শুনি নি।

জগদম্বা। তা শুন্‌বে কেন ? তাহ'লে এমন দশা হবে কেন ? আজ সে যে চিঠি লিখেচে, গাঙ্গুলির মেজ ভাই তাই প'ড়ে শুনালে, আর বল্লে, হেম এবার বড়মানুষ হবে।

উদয়চাঁদ। চিঠিখানা কোথায় ?

জগদম্বা। তোমার গরজ থাকে তুমি পড়ে এস। আমি তোমার জন্যে চিঠি আন্‌তে গিয়ে কি মান খোয়াবো ?

উদয়চাঁদ। মান খোয়াবে কেন ?

জগদম্বা। ও বাবা! সরলার কাছে কি যাবার যো আছে, আমি ছুতো করে একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে গিছ্‌লুম, পোড়ারমুখী অমনি ফোঁস্ ক'রে উঠ্‌লো।

উদয়চাঁদ। ছিঃ একটু আস্তে বল।

জগদম্বা। আমি কি বল্লুম যে তুমি আমাকে ছিঃ বল্‌লে ? আমি যেমন রকম দেখেছিলুম, তেমনি বল্‌লুম, তা তুমি আমাকে যদি না দেখ্‌তে পার, (গাত্রের বসন কিঞ্চিৎ উন্মোচন করিয়া) তুমি বউ নিয়ে ঘর কন্না কর, আমি বাপের বাড়ী যাই।

উদয়চাঁদ। (হস্ত ধরিয়া) তুচ্ছ কথা নিয়ে এত রাগ কেন, না হয় আমি উঠে গিয়ে চিঠিখানা পড়্‌চি।

জগদম্বা। যাও পড়গে। তুমি আমার হাত ছেড়ে দেও, দেও বল্‌চি—

উদয়চাঁদ। আচ্ছা দিচ্চি; তুমি ঘরে বসো, আমি আস্‌চি।

জগদম্বা। ফিরে এসে আমার সব দুঃখ ঘোচাবে।

উদয়চাঁদ। তুমি সর্ব্বময়ী কর্ত্রী তোমার আবার দুক্ষু কিসের? হেম যদি বৌকে সোনার গহনা দেয়, আমিও তোমাকে দেবো।

জগদম্বা। সে দিলে তুমি আমাকে দেবে, তুমি কেন আমাকে আগে দেওনা? হেমের চাকরি হ'য়েচে, হেম এখন তার মাগ্‌কে দেবে, দেবেই দেবে, না হয় ওমাসে দেবে, তুমি কেন আমাকে এমাসে দেও না। সরলার গায়ে কিছুই নেই, তাতেই তার অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না তার গায়ে একবার সোনা উঠ্‌লে কি সে আমাকে মান্‌বে—ছুতো ক'রে এসে আমার গালে ঠোনা মেরে যাবে।

উদয়চাঁদ। তা যদি করে তাহ'লে দূর ক'রে দিও।

জগদম্বা। তা তো দেবোই—তবু মধ্যিখান থেকে কেন অপমান হই।

উদয়চাঁদ। আচ্ছা এই মাসেই একখানা গড়াতে দেবো।

জগদম্বা। কবে—কদ্দিন পরে দেবে?

উদয়চাঁদ। খাজনা পত্রগুলো সেধে নিয়ে এসে এই মাসের দু-চার দিন থাক্‌তে গড়াতে দেবো।

জগদম্বা। না দেও তো কাছে আস্‌তে দেবোনা।

(অল্প বেঁকে বসা।)

উদয়চাঁদ। আবার কেন ঘুরে ব'স্‌চো?

জগদম্বা। ব'স্‌বো না কেন তোমার যেমন ভালবাসা!

উদয়চাঁদ। আবার কি ক'রে বাস্‌বো? গহনা চাইলে বল্লুম দেবো, আবার ব'ল্লে এই মাসেই চাই আমি বল্লুম তাই দেবো—

জগদম্বা। আপনি ইচ্ছে ক'রে ভাল বেসে ত দিচ্চ না, আমি কত ক'রে বল্লুম তাই দিচ্চ।

উদয়চাঁদ। তোমায় পারবার যো নাই। কিছুতেই সন্তুষ্ট করবার যো নাই।

জগদম্বা। (উঠিয়া রাগভরে) আবার ফের্ আমার সঙ্গে খুন্সুড়ী? না সন্তুষ্ট ক'র্তে পার সে আমি বুঝ্‌বো।

(গমন)

(তারাদেবীর প্রবেশ।)

তারা। (কম্পিত হস্তে) হেমের এই চিঠিখানি আজ পেয়েচি।

উদয়চাঁদ। (ঈষৎ ক্রোধভরে) চিঠিতো পড়িয়ে শুনেচ—আবার? ———কৈ দেও।

(পত্র লইয়া পাঠ।)

পরম পূজনীয় শ্রীউদয়চাঁদ চট্টোপাধ্যায়
খুল্লতাত মহাশয় শ্রীচরণেষু—

সেবক শ্রীহেমচন্দ্র শর্ম্মণঃ———

প্রণাম নিবেদনমিদং। বাটী হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় মাঠে জমিদার শ্রীহরপ্রসাদ চৌধুরীর সহিত আলাপ হয়, তিনি আমাকে যশোহর জেলার অন্তর্গত ঝিকেরগাছা গ্রামের জমিদারীর নায়েব করিবার জন্য প্রস্তাব করেন; আমি সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অদ্য সেই স্থানে যাত্রা করিলাম। আমি শারীরিক ভাল আছি, আপনারা কিরূপ আছেন শীঘ্র সংবাদ দিবেন ইতি।

তারা। (মৃদুস্বরে) তুমি বাড়ী ছিলে না তাই——

উদয়চাঁদ। তা বেস্ ক'রেছ। (নেপথ্যে) তা তো নয় সকলকে ডেকে পড়ান হ'চ্চে—আর কারো তো ছেলের কাজ কর্ম্ম হয় না। যে কর্ম্ম হ'য়েচে এখন থেকে রাজার মা ব'লে ডাক্‌বো।

তারা। (ছল ছল নয়নে, অধোমুখে দণ্ডায়মান)

উদয়চাঁদ। (স্বগত) আমার পরিবার যা ব'ল্‌ছিল তা সত্যই দেখ্‌চি (প্রকাশ্যে) আচ্ছা চিঠির জবাব দিও এখন—আজ ত আর নয়।

(তারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে গমন।)

উদয়চাঁদ। (স্বগত) তাইত এদের সঙ্গে এখন কি রূপ চলা উচিত।

(গৃহ হইতে বহির্গমন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাছারি বাড়ী নায়েব আসীন, সম্মুখে তিনজন পাইক দণ্ডায়মান।

হেমচন্দ্র। (পাইকদিগের প্রতি) তোমরা ব'লেছিলে যাদবপুর গ্রাম হ'তে ঝিকেরগাছা চারি ক্রোশ, চারি ক্রোশ ত নয় এ দেখ্‌চি প্রায় সাত ক্রোশের উপর; আমি যখন যাদবপুর গ্রাম থেকে বেরুই, তখন একটু ঝিকি মিকি বেলা ছিল, তোমরা বল্লে ঝিকেরগাছা পৌঁছিতে রাত্রি দণ্ড দু-চার হবে, দণ্ড দু-চার কোথায়, এ যে রাত্রি নয়টা।

পাইক। মোদের হুজুর আন্দাজ বইত নয়, মোরা ত হিসাব পত্র জানিনি, লেখা পড়াও জানিনি—কতটা হ'লে ঠিক্ এক কোশ হয় তা মোরা জানিনি; তবে হঁ্যা মোরা এমন ব'ল্‌তে পারি এক রশি কতখানি।

হেমচন্দ্র। (হাসিয়া) তা যাক্, প্রজাদের সঙ্গে আজ রাত্রে বোধ হয় দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

পাইক। আজ্ঞে, হুজুর যে এসেচেন তা কতক প্রজারা টের পেয়েছে, এখন ত সব নিশুথি হয় নি। হুজুর একটা কথা বলি (গোপনে) কাল পরশু আপনি কোন প্রজাদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌বেন না।

হেমচন্দ্র। কেন, কেন?

পাইক। হুজুর এখানকার রাইতরা বড় বজ্জাত, আপনার সাম্নে আস্তে আস্তে বলি, তিন মাস হলো এক জন নায়েবকে ঠিক করে দিয়েচে!

হেমচন্দ্র। (চকিত হইয়া) ঠিক ক'রে দিয়েছে কিরে?

পাইক। আজ্ঞে ওকর্ম্ম করে দিয়েচে! তাই বল্‌চি দুই এক দিন আপনি গ্রামের ভেতর যাবেন না, এই কাছারি বাড়ীতেই থাক্‌বেন, তবে যদি কেউ আপনার সাতে এখানে দেখা কত্তি আসে ত তার সাতে দেখা কর্‌বেন, মোরা জিয়ন্ত থাকৃতি আপনার কিছু কত্তি পার্‌বে না।

হেমচন্দ্র। (চারিদিকে চাহিয়া) তোমাদের আর সব কোথা গেল?

পাইক। হুজুর তারা হাত মুখ ধুত্তি, তামুক টামুক খাত্তি গিয়েচে।

হেমচন্দ্র। (স্বগত) এই জন্য জমিদার আমাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রজাদের সুশাসিত ক'র্‌তে ব'লেচেন। গ্রাম তবে শাসিত নয়। প্রজারা যে কেবল দুষ্ট, তা বোধ হয় না; তা ব'লে জমিদার মন্দ, তাও বল্‌তে পারি নি, নায়েবেরা অনেক অত্যাচার করে। প্রজাদের মধ্যে কাল সকালে কারো না কারো সঙ্গে দেখা হবে, আমি দয়া ও শীলতা-গুণে তাদের বশীভূত ক'র্‌বো; দয়া পরম বল, অতি দুষ্ট ও পাষণ্ড লোককে দয়া দ্বারা বশীভূত করা যায় (দূরে অস্পষ্ট গোলমাল) ওহে কি গোলমাল হ'চ্চে?

পাইক। আজ্ঞে ছুটে দেখে আস্‌বো কি?

হেমচন্দ্র। না থাক্ তোমরা এতদূর ছুটে এয়েচো।

পাইক। (কপালে করাঘাত করিয়া) হুজুর মোরা আর কবে সোয়ারি চড়েচি! আপনি মনে কত্তিচেন মোরা এইটুকু পথ ছুটে এইচি বলে মোদের পা ভেরিয়ে গিয়েচে, হুজুর যদি বলেন তা হলি মোরা এক্ষুণি আবার সেখানে যাত্তি পারি, আবার এই রাত্তিরের মধ্যেই ফিরে আস্‌ত্তি পারি।

হেমচন্দ্র। রোসো গোলমাল ক্রমে নিকটে আস্‌চে।

পাইক। ও কিছু নয়, হুজুর মোর কেয়াস হচ্চে এই কাছে কোন বাড়ীতে ছরাধ্ হয়েচে, সেখান থেকে কাঙালিরা আস্‌চে।

[নেপথ্যে জমিদার বেটা আবার নায়েব পাঠিয়েচে, নায়েব বেটার ঘাড় মুচ্‌ড়ে আজ গাঙের জলে ভাসিঁয়ে দেবো।]

হেমচন্দ্র। (সভয়ে) ওকি—ওকি?

পাইক। হুজুর মুইত এইমোত্তর বলেচি, আপনি এয়েচেন তা প্রজারা জান্‌তি পেরেচে, তাই বেটারা গোল কর্‌তি কর্‌তি আস্‌চে; আমি বেরিয়ে দেখি।

(গমন)

হেমচন্দ্র। (স্বগত) এরা ত দেখ্‌চি আমাকেই মার্‌তে আস্‌চে (অপর দুই জন পাইকের প্রতি) এখন উপায় কি?

পাইক। মশায় আর দেরি কর্‌লি চল্‌বে না, পলাই চলুন।

হেমচন্দ্র। (সভয়ে) কোথায়—কোথায়?

পাইক। আসুন, এই দিক্‌ দিয়ে আসুন, এই বাঁশবন দিয়ে আসুন (হেমচন্দ্র ও দুই জন পাইকের বাঁশবনে অবস্থিতি; কাছারি বাটীতে মশাল হাতে কয়েকজনের প্রবেশ; কিঞ্চিৎপরে গ্রামের এক দিকে অগ্নি)।

হেমচন্দ্র। ওকি—ওকি? আবার দেখ দেখ এ দিকে আগুন লেগেচে।

পাইক। তাইত মশায়।

হেমচন্দ্র। আবার এ দিকে, এ কি হ'লো, কি কুক্ষণে যাত্রা ক'রেছিলুম! আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চিনি, প্রজারা আমাকে মার্‌বে ব'লে এসেছিল, তাদের যদি জমিদারের উপর আক্রোশ থাক্‌তো তাহ'লে কাছারি-বাড়ী পুড়িয়ে দিত, তারা আপনাদের ঘরে আগুন দেবে কেন?

(ভীষণ অগ্নি, প্রজাগণের ভয়ানক আর্ত্তনাদ; পালিত পশুদিগের উচ্চরব ও বেগে চারি দিকে গমন; ক্রমে গ্রামের সমস্ত স্থানে অগ্নি বিস্তার)

এখন আমি কি করি, তোমাদের আর সব কোথায়?

পাইক। যে যার আপনার আপনার পরাণের তরে লুকিয়েচে, তাদের দেখা কোথায় পাব? মশায়, চলুন, মোরা পলাই; আপনি আস্‌তিই যখন এই হয়েচে, তখন প্রজারা আপনাকে দেখ্‌তি পেলি কি আস্ত রাখ্‌বে, আপনাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাট্‌বে, না হয় এই আগুণে পুড়িয়ে মার্‌বে।

হেমচন্দ্র। আমি—আমি—আমিত তাদের ঘরে আগুণ দিইনি, আমিত কোন দোষ করিনি।

পাইক। তারা কি তাই বোঝ্‌বে—পলান্।

হেমচন্দ্র। পলাব—কোথায় যাব?

পাইক। চলুন জমিদারের কাছে গিয়ে বলি।

হেমচন্দ্র। (কপালে করাঘাত করিয়া) জমিদারের কাছে কি মুখ নিয়ে যাব, আর কি বা ব'ল্‌বো, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনি।

পাইক। চলুন ত সেখানে যাই, পরশু দিন নাগাত্ত মোদের আর সকলে গিয়ে পৌঁছিবে, শোনা যাবে তারা কি বলে।

হেমচন্দ্র। কোন্ দিক্ দিয়ে যাব?

পাইক। বরাবর এই বাঁশবন দিয়ে, গাঙের পাড় দিয়ে পলাই।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(ভবানীপুর; জমিদারের গৃহ; হরপ্রসাদ ও দেওয়ান আসীন, চারি জন পাইক দণ্ডায়মান; রাত্রি এক প্রহর।)

হরপ্রসাদ। (সম্মুখে এক রাশি রূপার ও কিঞ্চিৎ সোণার গহনা ও কয়েকটী টাকা) কেমন রে বেটারা সব জিনিস হাজির করেচিস্—না—তোরা কিছু সাতিয়েচিস্?

পাইকগণ। হুজুর, মোরা নেমক খেয়ে কি এমন কম্ম কত্তি পারি?

হরপ্রসাদ। বেটারা সগুণ করে বল্ দিকিন সব হাজির করেচিস্ কি না?

দেওয়ান। আজ্ঞে, ওরা ছোট লোক, ওদের দিব্বি করিয়ে কি ফল হবে বলুন? আর এস্থলে বিশ্বাস ভিন্ন ত আর উপায় নাই।

হরপ্রসাদ। (স্বগত হুঁ হুঁ দেখ্‌চি দেওয়ানও এক বকরা খেয়েচেন, আপনাকে বেশী বুদ্ধিমান ভাবিয়া, প্রকাশে) তা হবে না ওদের সগুণ ক'র্‌তেই হবে।

দেওয়ান। (স্বগত) ঠিক হ'য়েচে।

পাইকগণ। হুজুর বলুন কি কশম খাতি হবে, মোরা খাচ্চি।

হরপ্রসাদ। তোরা তিন জন হিঁদু, তোরা এই কালীঘাটের দিকে মুখ ক'রে দিব্বি কর, আর হানিপ্ তুই পশ্চিম মুখ হ'য়ে দাড়ি ছুঁয়ে বল্ কিছু সাতিয়েচিস্ কি না?

(পাইকগণের শপথ করণ)

হরপ্রসাদ। তবে, একটা সমস্ত গ্রামের এই কয়খানি গয়না আর এই কটা টাকা? হাঁরে বল্‌না?

জনৈক পাইক। হুজুরের কি এই তজ্‌বিজ্ হলো। হুজুর মোরা ত চার্ জন, গ্রামের চারি দিকে আগুণ দেওয়ার পর কি এই চারি জন লোকে গ্রামের সকল প্রজার জিনিস পত্র সাতাতি পারে,—না, সকল প্রজারা মোদের কাছে জিনিস পত্র দিয়েছিল? যারাই গিয়ে আগুণ দেখে, ভেকা হয়ে—তাড়াতাড়ি কি কর্‌বে থা—পা না পেয়ে বিশ্বেস করে মোদের কাছে দিছ্‌লো, মোরা তাদিরি গহনা সাতিয়েচি, আর যা সাত্তিরিচি মোরা তাই আপনাকে দিয়িচি।

হরপ্রসাদ। তোরা নায়েবের খবর কিছু বল্‌তে পারিস্।

জনৈক পাইক। মোরা ত তেনার খঁবর কিছু বল্‌তি পারিনি; মোরা গহনা সাতিয়ে বরাবর সাপোটে চলি আস্‌চি।

হরপ্রসাদ। (দেওয়ানের প্রতি চাহিয়া) হেম যদি ওম্‌নি ওম্‌নি পলায়?

জনৈক পাইক। হুজুর তা হবার ত যো নেই, মোদের ভেতর লক্ষ্মণ আর তরিবুল্লা তেনার সাতে আছে।

দেওয়ান। আর সে ত জানে না যে জমিদারের লোকে আগুণ দিয়েচে, আর তাদের ত ব'লে দেওয়া হ'য়েচে, যদি হেম পলাবার ফিকির ক'রে তা হলে তাকে বরাবর ধ'রে নিয়ে আসে।

হরপ্রসাদ। হাঁ হাঁ হয়েচে বটে (কিয়ৎক্ষণ চিন্তন) তুমি কি বল এই অ্যাতটা কল্লুম এতে কি কিছু কাজ হবে না?

দেওয়ান। এদের মুখ থেকে যে রকম শুন্‌লুম, তাতে গ্রামের মধ্যে দশ পনেরো খানি ঘর ছাড়া আর সব পুড়ে খাক্ হ'য়ে গিয়েচে; প্রজারা এততেও যদি নিজ্জীবী না হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে কস্মিন্‌কালেও তারা আপনাকে খাজনা দেবে না।

হরপ্রসাদ। আমিও শুনেচি। জোর জোর টাকার জোর, আপাততঃ শালাদের ঘর বাঁধ্‌তে হবে, ঝাঁটাগাছটা কুলোখানি পর্য্যন্ত আবার পুনরায় সব ক'রতে হবে, বেটাদের জিব বেরিয়ে যাবে; বেটারা কোথা যাবে (হাসিয়া) বেটাদের আমার কাছে কেঁদে পড়্‌তেই হবে।

দেওয়ান। তার আর বল্‌বার সর্ কি?

হরপ্রসাদ। তার পর এক আনা সুদের হারে টাকা দাদন দিতে পারলে শালাদের একবারে জুতোর তলে রাখ্‌বো। আমার স্বর্গীয় কর্ত্তা-ঠাকুর এই রকম ক'রে প্রজাদের আয়ত্তে এনে মানুষ মানুষত্ব ক'রে গিয়েছেন। জমিদারী করা আর রাজত্ব করা একি সহজ কাজ, একি অল্প বুদ্ধিতে হ'য়ে থাকে?

দেওয়ান। আজ্ঞে তার আর বল্‌বার সর্ কি!

(পদ শব্দ)

হরপ্রসাদ। একজন উঁকি মেরে দেখ্ দেখিন কে কে আস্‌চে।

জনৈক পাইক। হুজুর নতুন নায়েব আর লক্ষ্মণ আর তরিবুল্লা।

হরপ্রসাদ। (শীঘ্র করিয়া গহনা ও টাকা সম্মুখস্থ বাক্সে রাখিয়া) যা তোরা শীগ্গির করে যা, এই ছোট ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাক্‌গে, আমি না হুকুম দিলে খবরদার বেরুস্‌ নি।

(পাইকদিগের প্রস্থান)

(হেমচন্দ্র ও পাইকদ্বয়ের প্রবেশ)

হেমচন্দ্র। (দীন নয়নে) উঃ কি কপাল! মশায় আমি বড় হতভাগা!

হরপ্রসাদ। (সহসা নিষ্ঠুর মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া) থাক্‌ আমি আর শুন্‌তে চাই নি—আমি একজন পাকের মুখে এইমাত্র সব শুনেছি—তুমি কার হুকুমে গ্রাম জ্বালাতে হুকুম দিলে?

হেমচন্দ্র। (সত্রাসে) সে কি মশায়, আমি কি গ্রাম জ্বালাতে হুকুম দিয়িছি, মশায় আমি এ বিষয়ে নিতান্ত নির্দ্দোষ।

হরপ্রসাদ। চোপ্‌—পাজি—নচ্ছার—হারামজাদ্‌, আমার সোণার গ্রামটা পুড়িয়ে দিয়ে এলি,—কি বল্‌বো যে ব্রাহ্মণ, তা না হ'লে তোকে পয়জার পেটা ক'রে ফেল্‌তুম্‌।

হেমচন্দ্র। (সবিনয়ে) মহাশয় কেন কটু বল্‌চেন আমি নিরপরাধ, তবে আমার অদৃষ্ট মন্দ তা না হ'লে আমি যে রাত্রি গিয়ে পৌঁছিলুম্‌, সেই রাত্রিতে এই ভয়ানক ঘটনা হ'লো।

হরপ্রসাদ। নির্দ্দোষী—পাজী আবার ঐ কথা? কেমন রে তরিবুল্লা তোরা বল্‌ কেমন ক'রে গ্রাম পুড়্‌লো?

তরিবুল্লা। হুজুর, প্রজারা ওঁকে মার্‌তে আস্‌ছিল ব'লে উনি রেগে গ্রামে আগুন দিতে হুকুম দিয়েছিলেন।

হরপ্রসাদ। শুন্‌লি এ কি ব'ল্‌চে, প্রজারা কি সব খোকা, তারা হাকিমের কাছে ব'ল্‌বে না গ্রামের একেবারে চারিদিকে আগুন লেগেছিল? একটা জায়গায় আগুন লাগ্‌লেও বল্‌তে পার্‌তিস্‌ হঠাৎ লেগেছে। আজই তদারক হ'য়ে গেরেপ্তারি পরয়ানা খাড়া খাড়া আস্‌বে।

হেমচন্দ্র। (শূন্য নয়নে) অঁ্যা—আমি—তরিবুল্লা—আগুণ—ধর্ম্ম—মা—সরলা——

হরপ্রসাদ। (উঠিয়া) শালা পাজি, এখন নষ্টামি ক'রে পাগল হ'চ্চ, শালা গলায় ছুরি দিতে বসেচো? (মারিতে উদ্যত)

দেওয়ান। হ্যাঁ হ্যাঁ করেন কি ব্রাহ্মণ!

হরপ্রসাদ। যে ব্রাহ্মণ ঘরে আগুণ দিয়ে মানুষ গোরু পুড়িয়ে মারে সে আবার ব্রাহ্মণ! তুমি বেটাকে নীচে নিয়ে যাও, বেটা দোষ কবুল করুক, তা হ'লে ওর পক্ষে মঙ্গল হবে; ওর যদি কেউ থাকে তাদের না হয় দয়া ভেবে মাসহরা দেবো, আমি এই পর্য্যন্ত কর্‌তে পারি; (দেওয়ানের প্রতি চাহিয়া) তুমি কি বল?

দেওয়ান। তার আর বল্‌বার সর্ কি! (হেমচন্দ্রের হস্ত ধরিয়া) জমিদার মহাশয় হুকুম কর্‌চেন নীচে এস—

(নীচে গমন।)

হরপ্রসাদ। যাই শুনি গে কি বলে।

(গমন।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(মুঙ্গের, প্রিয়নাথ বাবুর বাটী; প্রভাতকাল)

হেমচন্দ্র। (স্বগত) এখন উপায় কি? ক্রমে আমার কি দশা হ'য়ে এল। আমি যাই কোথায়? নির্দ্দোষ হ'য়েও অবস্থা বৈগুণ্যে আপনাকে দোষী স্বীকার কর্‌লুম্, কেন না তা না কর্‌লে পলাইবার অন্য কোন উপায় ছিল না; এখন প্রচ্ছন্ন-ভাবে এত দূর পলায়ে এসে থাক্‌বার একটু উপায় ক'র্‌লুম্, সে উপায় বুঝি বিধাতা ঘুচান্—দুরাত্মা হরপ্রসাদের কবল

কি কৃতান্তের কবল সদৃশ অমোঘ হ'লো, কিছুতেই নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় দেখ্‌চি নি; দুরাত্মা, পলায়ে এসেচি ব'লে আমাকে ধরবার জন্যে 'রত্নাকরে' বিজ্ঞাপন দিয়েছে। 'রত্নাকর' প্রিয়নাথ বাবুর হস্তগত হয়েছে; তিনি প'ড়্‌তে প'ড়তে অবশ্যই দেখ্‌তে পাবেন; তিনি একজন বিষয়ী লোক, যদি দেখ্‌তে পান, যদি মনোযোগ দিয়া পড়েন, আর আমার উপর সন্দেহ করেন; তা হ'লে কি বল্‌বো? তিনি কি আমার কথায় বিশ্বাস ক'র্‌বেন? হা ঈশ্বর! কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা, কত আশঙ্কা সহ্য কর্‌বো—('রত্নাকর' হস্তে প্রিয়নাথ বাবু নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে হেমচন্দ্রের পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান)

প্রিয়নাথ। হেম?

হেমচন্দ্র। (শিহরিয়া, পশ্চাতে দৃষ্টি, এবং প্রিয়নাথ বাবুকে সংবাদ পত্র হস্তে দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া) আজ্ঞে———

প্রিয়নাথ। হেম?

হেমচন্দ্র। (কম্পিত অবস্থায় পদানত হইয়া) মহাশয় আমি নির্দ্দোষ—

প্রিয়নাথ। এ চাতুরী আমার সহিত কেন কর্‌লে? তুমি দোষী কি নির্দ্দোষ আমার জান্‌বার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। তুমি প্রথমে আপনার যথার্থ অবস্থা প্রকাশ না ক'রে, আপনার প্রকৃত নাম গোপন না ক'রে আমার নিকট কর্ম্মের প্রার্থনা ক'র্‌লে না কেন? তা হ'লে আমি স্পষ্ট বল্‌তুম্ আমি তোমাকে রাখ্‌তে পা'র্‌বো কি না। তুমি চাতুরী ক'রে মিথ্যা কথা ক'হে আমার ছেলের শিক্ষক হ'য়েছ, এই গুরু-ভার লয়েছ। তুমি জান যে তুমি যেরূপ দোষে দোষী, তাতে তোমাকে যে আশ্রয় দেবে সে ব্যক্তির শাস্তি, তোমার শাস্তির সদৃশ হবে; অতএব জেনে শুনে চাতুরী ক'রে আমাকে বিষম বিপদে ফেল্‌তে ব'সেছ।

হেমচন্দ্র। (দীনভাবে) মহাশয় আমার অবস্থা শুনুন্—

প্রিয়নাথ। থাক্ আর কথার প্রয়োজন নাই।

হেমচন্দ্র। মহাশয়, আমার ন্যায় অবস্থায় প'ড়লে বোধ হয় আপনিও এরূপ কর্‌তেন।

প্রিয়নাথ। (সরোষে) কি, তোমার ন্যায় চাতুরী? (ক্রোধাবেগ সম্বরণ করিয়া) পুনরায় বল্‌চি আর কোন কথায় প্রয়োজন নাই, তোমার পনর দিনের মাহিয়ানার দরুণ এই চারি টাকা লও, তুমি যে নামে আমার নিকট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'য়েছ, সেই নাম স্বাক্ষরিত ক'রে আমাকে একখানি রসীদ দিয়ে এই দণ্ডে বিদায় হও।

(হেমচন্দ্রের রসীদ লিখিয়া প্রিয়নাথ বাবুর হস্তে প্রদান)

হেমচন্দ্র। মহাশয়, দেখুন আমি চল্লুম (স্বগত) হা সত্য! হা ধর্ম্ম! এত দিন পরে জান্‌লুম্ তোমরা অলীক; মনুষ্য জাতির কল্পনা মাত্র!

(গমন)

তৃতীয় অঙ্ক।

(প্রথম গর্ভাঙ্ক)

(মান-নদী-তীরস্থ বিজন উপত্যকা ; প্রভাত সময়।)

হেমচন্দ্র। (একাকী বসিয়া স্বগত) মাতঃ, আমি বাড়ী হইতে আসিবার সময় আমার পাছে কোন অমঙ্গল ঘটে এই আশঙ্কায় পূর্ণ কুম্ভ দেখিয়েছিলেন, নিরাপদে থাকিব এই ভরসায় ভগবতীর চরণের অর্ঘ্য দিয়েছিলেন, মা, এখন একবার দেখুন আপনার পুত্রের কি দশা হ'য়েছে! হায়! তাঁকে আমার দশা কেন দেখ্‌তে বল্‌চি আমি যে প্রায় দুই মাস বাটীতে অর্থ পাঠাতে পারিনি ব'লে হয় ত পিশাচী খুড়ী তাঁকে কত মনস্তাপ দিচ্চে— সরলে! আমি আশা দিয়েছিলুম তোমাকে শীঘ্রই ল'য়ে যাব—ঈশ্বর! আমি এমন কি অমার্জ্জনীয় পাপ করেছি—যে আমাকে এই দশাগ্রস্ত ক'র্‌লেন— গৃহী হ'য়ে বনচারী হ'লেম্, জ্ঞান ও সামর্থ্য থাকৃতে ভিক্ষু হ'লেম, স্নেহময়ী জননীসত্ত্বে অনাথ হ'লেম, প্রণয়-পবিত্রা প্রণয়িনী সত্ত্বেও দণ্ডী হ'লেম— এখন অরণ্যে বাস, পশু-পক্ষী-গণ সঙ্গী, ভীষণ-পর্ব্বত-কন্দরে অবস্থান— হা ঈশ্বর! কেন—কেন এরূপ দশা হ'লো! কেন আমার হৃদয়কে প্রেমাধার ক'রে আমাকে গৃহ শূন্য ক'র্‌লেন, জ্ঞান ও দয়া দান ক'রে কেন সমাজ হ'তে বহিষ্কৃত ক'র্‌লেন্!

(অদূরে একটি বন্য-বরাহ-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া শুক্রাচার্য্যের বেগে হেমচন্দ্রের নিকট আসিয়া পতন—এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড তুলিয়া বরাহের প্রতি হেমচন্দ্রের নিক্ষেপ ও বরাহের মৃত্যু।)

হেমচন্দ্র। আপনার ভয় নাই পার্শ্বে দেখুন আমি বরাহকে নিপাতিত ক'রেছি।

শুক্রাচার্য্য। (আহ্লাদে) বৎস দীর্ঘায়ুরস্তু।

হেমচন্দ্র। (দীন ভাবে) আপনার আশীর্ব্বাদ জলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি স্বরূপ হ'লো।

শুক্রাচার্য্য। বৎস তোমার রূপ, ভাব ও পরিচ্ছদ দেখে বোধ হ'চ্চে তুমি দণ্ডী নও, তবে কি হেতু এই সুকুমার বয়সে এই পর্ব্বতাকীর্ণ বিশাল বিজন প্রদেশে উপস্থিত হ'য়েছ—একি ভ্রমণেচ্ছা, অথবা প্রণয়-নির্ব্বেদ ?

হেমচন্দ্র। আর্য্য, দুর্ভাগ্য কর্ত্তৃক তাড়িত হ'য়ে আমি অদ্য প্রভাতে এ স্থানে এসেছি। কল্য অবধি প্রায় অনাহারে আছি, সঙ্গে কোন রূপ খাদ্য নাই যে আহার করি; নিকটে গিরি-গহ্বর ভিন্ন অপর কোন স্থান নাই যে অবস্থিতি করি।

শুক্রাচার্য্য। ভয় নাই বৎস, আমার আশ্রম অনতিদূরে। এই বন অতিক্রম করিলে 'ভীমদহ' নামে একটী ক্ষুদ্র লোকালয় আছে, সেই লোকালয় হইতে অল্প দূর যাইলে 'মহাদেব' নামে একটী পর্ব্বত আছে—ঐ যে সূর্য্যালোকে প্রোজ্জ্বল শ্বেত লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ* শোভিত পর্ব্বত দৃষ্ট হইতেছে, উহার মধ্য-দেশে আমার আশ্রম, উপরে বিন্ধ্য-বাসিনীর মন্দির; আমি প্রত্যহ প্রভাতে এই অরণ্য হইতে যজ্ঞ-পুষ্প আহরণ ক'রে, দেবীর পূজার জন্য লইয়া যাই। বৎস তুমি কি দীক্ষিত ?

হেমচন্দ্র। আজ্ঞে না।

---

* Asbestos and hornstone with occasional masses of quartz.

শুক্রাচার্য্য। (আহ্লাদিত হইয়া) আমি তোমাকে দীক্ষা দিব, আমি এস্থান নিবাসী বামাচারীগণের কুলাচার্য্য।

হেমচন্দ্র। (শিহরিয়া মৃদুস্বরে) বামাচারী, বামাচারী, আপনারা কি দেবীর পূজান্তে নরবলি দিয়া থাকেন?

শুক্রাচার্য্য। (হাসিয়া) না বৎস; যাহারা কাপালিক তাহারাই এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া দেবীর পূজা করে; আমাদের সাধনার প্রকৃতি অন্যরূপ।

হেমচন্দ্র। আপনার কথায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'চ্চে যে আপনারা শক্তির উপাসক; আপনাদের সাধনার পদ্ধতি কিরূপ জানিতে কৌতূহল জন্মিতেছে।

শুক্রাচার্য্য। বৎস, দীক্ষা-কালে আমি তোমাকে বিশেষরূপে অবগত করাইব, সম্প্রতি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। আমাদিগের যোগের সময় মহানিশা, শক্তিই আমাদের সাধনীয়া; আমরা প্রথমতঃ মদ্য, মাংস, মৎস্য, প্রভৃতি পঞ্চ মকার দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি করিয়া যোগারম্ভ করি। তন্ত্রের উক্ত এই বচনটী শ্রবণ করিলে আমাদের সাধনার প্রকৃতির কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইবেঃ—

* * মহানিশায়ামানীয় নব কন্যাশ্চ ভৈরবান্।
একাদশ নবাষ্টৌবা কৌলিকঃ কৌলিকেশ্বরি।
শোধয়েন্নবভির্ম্মন্ত্রৈঃ পূজয়েৎ কৌলিকোত্তমঃ॥
তদীয়ং মন্ত্রমালিখ্য তস্মিন্ তামেব পূজয়েৎ।
শ্রীচক্রে স্থাপয়েদ্বামে কন্যাং ভৈরব-বল্লভাং॥
মুক্তকেশাং বীত-লজ্জাং সর্ব্বাভরণ-ভূষিতাং।
আনন্দ-লীন-হৃদয়াং সৌন্দর্য্যাতি-মনোহরাং॥
শোধয়েৎ শুদ্ধি-মন্ত্রেণ সুরানন্দামৃতাম্বুভিঃ।
মন্ত্রেণানেন দেবেশি কামিনীমভিসিঞ্চয়েৎ॥
এবং শোধন-মন্ত্রাস্তে বর্ণিতাশ্চ পৃথগ্বয়া।

* * * * *

অদীক্ষিতাপি দেবেশি দীক্ষিতৈব ভবেত্তদা ॥
দীক্ষিতঃ শোধিতো বীরো ভবেৎ সর্ব্বার্থ-সিদ্ধয়ে।

* * * * *

পটল প্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্ররাজং কুলেশ্বরি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম হবির্দীপ্তে স্বাত্মাগ্নৌমনসাশ্রুচা ॥
সুষুম্না বর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তিং জুহোম্যহং।
স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য জপ-মূলং স্মরং পরং ॥

* * * * *

তারদ্বয়ান্তরগতং পরমানন্দ-কারণং।
ওঁ প্রকাশাকাশ-হস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনীশ্রুচা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কলাস্তেহ পূর্ণ-বহ্নৌ জুহোম্যহং ॥

* * * * *

সম্পূজ্য কান্তাং সন্তর্প্য স্তুত্বা নত্বা পরস্পরং।
সংহার মুদ্রয়া মন্ত্রী শক্তিবীরান্ বিসর্জ্জয়েৎ ॥

(হাসিয়া) বৎস, এখন বুঝিতে পারিলে ?

হেমচন্দ্র। (চিন্তাকুল মনে) আজ্ঞে হাঁ। (স্বগত) মদ্য, মাংস, উলঙ্গ-যুবতী লইয়া নিশীথে যোগ সাধন করেন—কি বিচিত্র যোগ ! এরূপ ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'লে অচিরে মুক্তিলাভ হবে !! এখন কি করি—আমার যে অবস্থা, তাতে কিয়দ্দিনের জন্যে এই ধার্ম্মিক-মণ্ডলীতে আশ্রয় লইতে হ'চ্চে, যা'ই যা অদৃষ্টে থাকে ঘটুক। (প্রকাশে) চলুন, আপনার আশ্রমে যাই।

শুক্রাচার্য্য। (আহ্লাদে) এস।

(উভয়ের গমন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

——০*০——

(পর্ব্বতশিখর ; সন্ধ্যাকাল ; ইন্দুমতী, শৈবলিনী ও একটী হরিণী।)

ইন্দুমতী। শৈশব কালেতে, সখি, এ গিরি-শিখরে উঠিয়াছি কত দিন খেলিতে সঙ্গিনী সহ; খেলেছি নেচেছি কত মনের উল্লাসে ; মৃদুল পবনে যবে নির্ঝর সলিলে নাচিত তরঙ্গ-রাজি, পড়িয়া সে জলে নাচিত শশির ছবি, হেরিতে কৌতুকে আসিতাম কত দিন ; ভাবিতাম এ নীল আকাশ, এ চাঁদ সুন্দর, আছে লো আবার সখি জলের ভিতর ; ছাড়িয়া নির্ঝর যবে আসিতাম বনে, দেখিতাম কত শত ফুটেছে কুসুম-সুন্দর, সৌরভে দিক্ আমোদিত করি, আনন্দে নাচিয়া যাইতাম তুলিবারে ; ফুটিত কণ্টক যবে শৈশব শরীরে, কাঁদি আসিতাম ঘরে, কহিতাম দুঃখে 'কে গো মা দুর্জ্জন সে যে রেখেছে ঘেরিয়ে কাঁটা দে এ রাঙ্গা ফুলে;' সুখদ সন্ধ্যার কালে, নব তৃণ-দলে, শুইয়া থাকিত যবে হরিণ হরিণী মুখে মুখ দিয়া, ভেবে না পেতেম সখি, কেমনে কথা না কহি, উপজিত প্রেম সখি দোঁহার ভিতরে।

সুখের শৈশব কাল গেল লো বহিয়া, আইল যৌবন—আইসে যথা উষা অন্তে অরুণ অম্বরে হাসাইয়া দশ দিক্ অরুণ বরণে—আইল তেমতি ; যৌবনের সখী, আশা, আসিয়ে সোহাগে, দেখাতো সুখের ছবি কত লো সুন্দর, হাসি দেখিতাম আমি তাচ্ছিল্য অন্তরে, ভাবিতাম এই মত সখি চির দিন, আমিও দেখিব সুখে ; এবে না নাচিত পদ, নাচিত হৃদয়, না হাসিত মুখ সখি, হাসিত অধর, হাসিত চঞ্চল আঁখি, হাসয়ে যেমতি সখি ফুল্ল কমলিনী বিমল সলিল মাঝে মৃদুল সমীরে ; একাকিনী আসিতাম নির্ঝরের পাশে, দেখিতে কি পূর্ব্বমত গগনের ছবি ? দর্পণ মুকুর কথা শুনি লোক মুখে, দেখি নাই চক্ষে কভু, প্রকৃতি মুকুর সখি নির্ঝর সলিলে হেরিবারে যাইতাম আপনার ছবি ; ষড়ঋতু ফুল-রাজি নিতি নবসাজে রাখিত সাজায়ে, রাখয়ে যেমতি প্রজাগণ অধিরাজ্ঞী তরে যতনে রতন-রাজি, গিয়ে লইতাম আমি যা মনে লইত।

একদা পূর্ণিমা তিথি সন্ধ্যার সময়ে, একাকিনী আসিলাম এ বিজন বনে; হেরিলাম জ্যোৎস্নাময় অমৃত সাগরে, কনক কুসুম-রাজি ভাসিছে চৌদিকে—ভাসিছে লো জীবগণ প্রফুল্ল-হৃদয়ে; গাইছে মধুর গীত বিহগ বিহগী; পুরিছে জগৎ রাজ্য ঝুম ঝুম* রবে, রজত-নূপুর যথা বাজয়ে বিনোদ, সঙ্গীত-লহরী সহ; তুলি বনরত্ন, বসি, গাঁথিলাম হার, এমন সময়ে সখি সহসা সম্মুখে হেরিনু কৌলিক-বরে; হাসিয়া নিকটে আসি কহিল আমারে—'সুন্দরি কাহার লাগি গাঁথিলে এ হার'? সাধের কুসুম-মালা ফেলিয়ে ভূমিতে, আসিলাম গৃহে আমি সভয়ে দৌড়িয়ে; তুলিয়ে কুসুম-হার আসিল পশ্চাতে: পর দিন সন্ধ্যাকালে আসি মম গৃহে, বুঝাইল নানা মতে বিবাহ করিতে—'শূদ্রানী হইয়ে হবে ব্রাহ্মণ গৃহিণী, থাকিবে আশ্রমে সদা আশ্রম সুখেতে, আদর করিবে সবে, পূজিবে অনেকে, সোহাগে রাখিব সদা নয়নে নয়নে'—ললিত মুরলী-ধ্বনি নিঃশব্দ নিশীথে যুড়ায় শ্রবণ যবে, কে চাহে জানিতে বাজাইছে কোন্ জন? নূতন প্রেমের কথা বাজিল নূতন, বাজিল বিনোদ সখি, বাজিল সুন্দর; সহসা চঞ্চল আঁখি আবেশে ঢুলিল, মোহিল সহসা প্রাণ দিলাম সম্মতি; দিলাম সম্মতি তাঁরে হইতে লো পতি, পতি ব'লে সম্বোধন করি সে অবধি; কিন্তু সখি প্রাণপতি বলিনি কখন।

শৈবলিনী। সে কি সখি প্রাণপতি কি কখন বল নি? (হাসিয়া) ব'লেচ বোধ হয় এখন মনে হয় না—

ইন্দুমতী। যৌবন কুসুম সখি ফুটিল সময়ে, ফুটিবে সময়ে যাহা কে পারে রাখিতে? উড়িল পরাগ-রাজি মৃদুল মারুতে, আইল মধুপ; মধুর ভাণ্ডার সখি এ প্রাণ আমার আছিল মুদিয়া তবু—কেন যে মুদিয়াছিল না জানি কারণ—সহসা সে দিন সখি যে দিন এ আঁখি হেরিল সে চাঁদমুখ, যেন কি কুহকে ফুটিল এ প্রাণ মোর; প্রণয় রতন আছিল হৃদয়ে জানিলাম সেই দিন; জানিলাম, ভাসিলাম নূতন সুখেতে——

শৈবলিনী। দেখ সখি কে আস্‌চে—

---

* এই প্রদেশে এক প্রকার পতঙ্গ আছে যাহারা সন্ধ্যাগমে মধুর ঝুম ঝুম ধ্বনি করে

ইন্দুমতী। কৈ (ফিরিয়া দৃষ্টি) সখি এখন?

শৈবলিনী। এখন আমি এ হরিণীটীকে ল'য়ে ঐ গাছের পাশে দাঁড়াই—কেমন?

ইন্দুমতী। (অবনত বদনে) হাঁ—

[শৈবলিনীর গমন।]

(গীত।)

"সে ভালবাসে কি না, ভালবাসা সেই জানে।
আমি ত সুখ-সাগরে ভাসি তার দরশনে॥
কথাতে কর্ণ যুড়ায়, হেরে আঁখি ভুলে রয়,
পরশে রোমাঞ্চ হয়, কত সাধ হয় মনে॥"

(হেমচন্দ্রের প্রবেশ।)

হেমচন্দ্র। (স্বগত) এ কি, এ যে শুক্রাচার্য্যের স্ত্রী ইন্দুমতী! বিবাহিতা রমণী কাহার প্রণয়িনী হ'য়ে এরূপ উক্তি ক'র্‌চে—অথবা পূর্ব্ব অভ্যস্ত কোন গীত গাইতেছে—বোধ হয় গীত মাত্র।

ইন্দুমতী। (হেমচন্দ্রকে নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া) হেমচন্দ্র!

হেমচন্দ্র। (স্বগত) রজনীতে ইহার যে রূপ আচরণ দেখি, এখন কি প্রকারে ইহাকে দেবী বা ভগবতী ব'লে সম্বোধন করি (প্রকাশে) ইন্দুমতি, সন্ধ্যাকালে এই নির্জন স্থানে একাকিনী?

ইন্দুমতী। আমি স্বভাবতঃ নির্জন-প্রিয়, একাকিনী থাকৃতে সর্ব্বদা ভালবাসি। হেমচন্দ্র! আমি তোমাকে কেন সর্ব্বদা বিষণ্ণ, সর্ব্বদা অনন্যমনা দেখি?

হেমচন্দ্র। ইন্দুমতি, তুমি আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না, কেবল এই মাত্রই জান যে দুর্ভাগ্যই ইহার মূল কারণ।

ইন্দুমতী। হেমচন্দ্র, তুমি আপনার প্রাণের দুঃখ আমাকে না বল সে তোমার ইচ্ছা, কিন্তু প্রকাশ ক'র্‌লে—হায়! রমণীর কথা উপহাস ক'র্‌বে—

হেমচন্দ্র। ইন্দুমতি, যে দুঃখে সতত আমার অন্তর দগ্ধ হ'চ্চে, সে দুঃখ পাতালভেদী অগ্নির ন্যায়, হয় ত এ জীবনে নির্বাপিত হবে না। ইন্দুমতি, তুমি যুবতী, ইচ্ছা ক'রে কেন দুঃখিনী হবে?

ইন্দুমতী। (সজল নয়নে) নাথ, আমি আপনার প্রণয়িনী (দূর হইতে হরিণীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া, সহসা হেমচন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া) নাথ, রক্ষা কর—রক্ষা কর—একটা দুরন্ত বরাহ আস্‌চে (গলদেশ ধারণ-পূর্ব্বক) প্রাণনাথ, আমি তোমার দুঃখে যাবজ্জীবন দুঃখিনী হইলেও পরম সুখিনী হবো—(হরিণীর নিকটে উপস্থিতি।)

হেমচন্দ্র। (ইন্দুমতীর বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া) ছিঃ ইন্দুমতি, তুমি বিবাহিতা রমণী—এরূপ ব্যবহার—এরূপ কথা নিতান্ত অন্যায়।

ইন্দুমতী। সত্য, কিন্তু এই গিরি-গহ্বর নিঃসৃত নির্ম্মল সলিলের ন্যায় আমার প্রণয় নির্ম্মল।

হেমচন্দ্র। (মৃদুস্বরে) হা সরলে—প্রাণাধিকে সরলে——
ইন্দুমতি, আমি আর এখানে থাক্‌ব না।

(হেমচন্দ্রের দ্রুত গমন।)

ইন্দুমতি। 'সরলে—প্রাণাধিকে সরলে'——সরলা কে? হা প্রাণ, তবে তুমি কার জন্যে প্রস্ফুটিত হ'লে।

(গমন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(হরপ্রসাদ দেওয়ানের সহিত আপন বৈঠকখানায় আসীন ;
রাত্রি নয় ঘটিকা।)

দেওয়ান। গা তুলে উঠুন, মুখে হাতে একটু জল দিন—কি ক'র্‌বেন বলুন্—এর ত আর চারা নেই, ভগবান্ মার্‌লে মানুষের হাত কি আছে; সর্পাঘাত, বজ্রাঘাত, এ সব ব্রহ্ম-শাপের ফল—এখন ছোট ছেলেটীর মঙ্গল যাতে হয় তা করুন।

হরপ্রসাদ। আহা—হা—আমার প্রাণ ফেটে যা'চ্চে, বুকের ভেতর জ্বলন্ত মশাল কে যেন ছুপে ছুপে ধ'র্‌চে—আর আমার স্নান—আর আমার খাওয়া—আমার এমন ছেলে, যেন রাজপুত্র—কি হ'লো বল দেখিন্?—দু-দণ্ড দেখ্‌তে পেলেম না—যেন স্বপ্নে হারালুম—রোগ টোগ হয়, দশ দিন ওষুধ খাইয়ে চেষ্টা চরিত্র ক'রে যদি না বাঁচ্‌তো তাহ'লেও মনের এত আক্ষেপ থাক্‌তো না—এ কি না, সকালে নাইতে গেল—আহা—হা—বাড়ীও আস্‌তে হ'লো না, সেখানিই মৃত্যু হ'লো।

দেওয়ান। মশায়, এ দৈব দুর্ঘটনা আমার মনে এইটি লাগ্‌চে; আমার বোধ হয় হেম না খেতে পেয়ে বা কষ্টে প'ড়ে প্রাণত্যাগ ক'রেছে, ভগবান্ সেই জন্যই কুপিত হ'য়েচেন। ব্রাহ্মণ, আহা নিতান্ত নির্দ্দোষী।

হরপ্রসাদ। এর আর কি দ্বিতীয় কথা আছে—আমি কেন এমন কুকর্ম্মে হাত দিয়ে এই ব্রহ্মশাপ ঘটালুম্—হেমের অবশ্যই কিছু হ'য়েছে, তা না হ'লে আমার এমন কেন হবে—সর্পাঘাতে জমিদারের ছেলে মরে আমি ত কস্মিন্‌কালেও শুনিনি।

দেওয়ান। দৈব—দৈব, মশায় দৈবের কথা কিছু বলা যায় না, রাতও দিন হয়, দিনও রাত হয়, মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চার হয়।

হরপ্রসাদ। এমন কি পুণ্য ক'রেছি, যে আমি মরা ছেলে পাব, আবার সে বাবা ব'লে আস্‌বে (দীর্ঘ নিশ্বাস)

দেওয়ান। এখন আপনি যাতে রক্ষা পান্, আপনার অন্য কোন অমঙ্গল না হয় তাই করুন্—আপনি বাড়ীর ভেতর যান্, তাঁকে বুঝান—তাঁকে আপনি সান্ত্বনা না ক'র্‌লে আর কে ক'র্‌বে। তিনি ত শুন্‌লুম্ আজ সমস্ত দিন মাটীথেকে উঠেন্‌নি। এখন কি সপরিবারে নষ্ট হবেন?

হরপ্রসাদ। এখন কি করি? আমার ত বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হ'য়েছে।

দেওয়ান। আমি বলি দিন কত পরে আপনি হেমের বাড়ীতে একবার যান্; সে কোথায় আছে, বেঁচে আছে কি না সন্ধান নিন্। যদি প্রাণে বেঁচে থাকে, তাহ'লে পরামর্শ ক'রে যা ভাল হয় তাই করা যাবে; নতুবা তার স্ত্রী ও মাকে কিছু কিছু মাসহরা দেবেন, তা হ'লে ভগবানের অবশ্যই দয়া হবে।

হরপ্রসাদ। তাই যাব, তুমি আমার সঙ্গে যেও।

দেওয়ান। যে আজ্ঞে, (হস্ত ধরিয়া) আপনি উঠুন্ (এক পাত্র জল লইয়া) আপনি মুখে একটু জল দিন্ (খাদ্য সামগ্রী লইয়া) কিছু খাউন্ (কিঞ্চিৎ খাওন) অরে তামাক দিয়ে যা——

(ভৃত্য সভয়ে আসিয়া তামাক দিয়া গমনোদ্যত)

দেওয়ান। ওরে, ঐ বেটা যাস্‌নি—দাঁড়া ওখানে——

হরপ্রসাদ। রূঢ় কথা ব'লো না, গরীব—মনে দুঃখ পাবে।

দেওয়ান। (স্বগত) ভগবান্ তোমার অসাধ্য কিছুই নেই! এত বড় কঠিন প্রাণকে কি নরম ক'রে নিয়ে এয়েচ (তামাক লইয়া) মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন—

হরপ্রসাদ। (ধূমপান)

দেওয়ান। মশায় একবার বাড়ীর ভিতর দিকে যান (ভৃত্যের প্রতি চাহিয়া) বলা, সাবধানে বাবুকে ধ'রে নিয়ে যা, দেখিস্ খবর্‌দার্ (আপনি উঠিয়া বাবুর হস্ত ধরিয়া) মশায় উঠুন্।

(উভয়ের গমন।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রজনী দুই প্রহর অতীত; হেমচন্দ্র পর্ব্বতস্থ শিলাতলে একাকী আসীন; ইন্দুমতী একটী ঘন-পল্লবাবৃত বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মানা।)

ইন্দুমতী। (স্বগত) হা নয়ন! হা হৃদয়! হা মন! তোমরা সকলেই কি ব্যাকুল, সকলেই কি অবাধ্য হ'লে? লজ্জে! তুমি কোথায় যাইতেছ, তুমিও কি অবাধ্য হ'লে? রজনি! তুমি দশন বিকাশ ক'রে হাস্‌ছ, তুমি না রমণী? হতাশ! তুমি কেন ওরূপে চাহিয়া আমাকে ক্ষণে ক্ষণে ভীত ক'র্‌ছ? তুমি কি দেখিতেছ না, আমি আশার অনুবর্ত্তিনী হ'য়ে এতদূর এসেছি, এখন কি ফিরিয়া যাব? যাব কোথায়? সমস্তই ত অসীম মরুভূমি, কেবল এই স্থানটী ফল-ফুলে পরিশোভিত—যাই (পেচক রব) (বিমানে চাহিয়া) যাই, অদৃষ্টে যা থাকে ঘটুক (মন্দ মন্দ পদ সঞ্চারে হেমচন্দ্রের নিকট গমন) প্রাণনাথ, এই গভীর নিশাতে একাকী ব'সে কি ভাব্‌চেন্? হায়! ও মুখমণ্ডল যদি সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাক্‌ত, তাহ'লে বোধ হয় আমার মন এত আকৃষ্ট হ'তো না (হেমচন্দ্রের সম্মুখে যাইয়া) হেমচন্দ্র! আমি—

হেমচন্দ্র। (শিহরিয়া) ইন্দুমতি! এই নিশীথে কি হেতু আমার কাছে? আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ ব'লেছি তোমার এ প্রণয়কে কখন প্রশ্রয় দিব না—তুমি গৃহে যাও, অমঙ্গল ঘট্‌বে।

ইন্দুমতী। অমঙ্গল যাহা হয় ঘটুক—নাথ, আমি তোমার—(সহসা গলদেশ ধারণ)

হেমচন্দ্র। ইন্দুমতি, তুমি শীঘ্র আমাকে পরিত্যাগ কর—নচেৎ—

ইন্দুমতী। (পাগলিনীর ন্যায় হাসিয়া) নচেৎ কি? আমি তোমার—

হেমচন্দ্র। কখনই না; একমাত্র প্রণয়িনী সরলাই আমার।

ইন্দুমতী। সরলা যে হয় হউক—এখন আমিই তোমার—

হেমচন্দ্র। না—তুমি শীঘ্র আমার গলদেশ পরিত্যাগ কর।

(শুক্রাচার্য্য ও চারিজন কৌলিকের সহসা প্রবেশ।)

শুক্রাচার্য্য। (সরোষে) অভিসারিকার অনুসন্ধান পেয়েছি—রে কৃতঘ্ন, নরাধম, চণ্ডাল হেমচন্দ্র!

হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র কখনই কৃতঘ্ন নয়—আমি নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ—তোমার কুলটা রমণীই—

ইন্দুমতী (মন্দ বিকট হাস্য করিয়া) তুমিই আমাকে কুলটা ক'রেছ—

শুক্রাচার্য্য। (সরোষে) এই দুশ্চরিত্রাকে আমার নেত্রপথ হ'তে অপসারিত কর, শীঘ্র কর—

(জনৈক শিষ্য বল পূর্ব্বক ইন্দুমতীকে লইয়া গমন।)

আর এই কৃতঘ্নকে এক্ষণি বন্ধন ক'রে, ইহার পাপের সমুচিত শাস্তি দেও।

জনৈক শিষ্য। আর্য্য, অনুমতি করুন কি শাস্তি দিব?

শুক্রাচার্য্য। শীঘ্র বহ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রে ইহাকে বিশ্বাসঘাতক-চিহ্নে চিহ্নিত ক'রে এ স্থান হ'তে বহিষ্কৃত কর—

হেমচন্দ্র। তা কখনই হবে না, আমি বিশ্বাসঘাতক নহি, আমার কথা শুনুন, আমি বিনয় ক'রে বল্‌চি শাস্তি দিবার পূর্ব্বে আমার কথা শুনুন।

শুক্রাচার্য্য। যথেষ্ট শুনেছি, যথেষ্ট দেখেছি, এই মিথ্যাবাদীর মুখে জ্বলন্ত অঙ্গার দেও; মিথ্যাবাদিন্! তুই এ পাপে প্রথম দোষী নস্; আমি

এখন বুঝ্‌তে পারৃছি তোকে কি জন্যে সমাজ হ'তে বহিষ্কৃত ক'রেছে—পাপী, নরাধম!

হেমচন্দ্র। পাপী আমি! ইন্দ্রিয়-সেবক ভণ্ড-ধার্ম্মিক!

শুক্রাচার্য্য। কি চণ্ডাল, এরূপ সম্বোধন আমাকে! শীঘ্র ইহাকে চিহ্নিত ক'রে বহিষ্কৃত কর।

(শিষ্যগণের অগ্নি প্রস্তুত করিয়া বিশ্বাসঘাতকাঙ্কিত ত্রিশূল অগ্নি-সংযোগে রক্তবর্ণ করিয়া, হেমচন্দ্রের ললাটে চিহ্ন করিবার উদ্‌যোগ।)

হেমচন্দ্র। না—না এ ললাট কখনই চিহ্নিত ক'র্‌তে দিব না (বল প্রকাশ) তোমার অভিসারিকা স্ত্রীকে চিহ্নিত কর, সেই এ শাস্তির উপযুক্ত, আমি না—

শুক্রাচার্য্য। উভয়কে সমান শাস্তি দিব (শিষ্যদিগের প্রতি) বল-পূর্ব্বক চিহ্নিত কর—

(শিষ্যগণের বলপূর্ব্বক হেমচন্দ্রের কপাল চিহ্নিত করণ, ও হেমচন্দ্রের মূর্চ্ছা।)

চল এখন সেই অভিসারিকাকে সমুচিত শাস্তি দি—

(শুক্রাচার্য্য ও শিষ্যগণের গমন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাত্রি শেষ প্রহর; গগনমণ্ডল ঘন মেঘাচ্ছন্ন; অধিত্যকা।)

হেমচন্দ্র। (মূর্চ্ছিত অবস্থা হইতে উঠিয়া, কপালে হস্ত দিয়া) উঃ—উঃ—উঃ——রে দুর্ভাগ্য! তুই কি আমাকে চির-চিহ্নিত ক'র্‌লি?

দুরাত্মন্ ভণ্ড-ধার্ম্মিক কৌলিক! পাপীয়সি দুর্ব্বিনীতে ইন্দুমতি! অধর্ম্ম-পূর্ণে নরক-ময়ি পৃথিবি! নরদেহি পিশাচ-পুরি পৃথিবি! স্বার্থপরতা, অত্যাচার, দাম্ভিকতার আধার! সজ্জনের শ্মশান-ভূমি! এক্ষণি রসাতল হ—এক্ষণি কেন্দ্রাভিকর্ষণীশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া অনন্ত সৌর বহ্নিতে দগ্ধ হ, যেন তোর অঙ্গার মাত্র না থাকে, যেন তোর ধূমাবলীও বিমানে বিস্তীর্ণ না হয়—(বিমানে ভীষণ বিদ্যুদগ্নি প্রকাশ—দাঁড়াইয়া) কৈ—বিদ্যুৎ কৈ, কোথায় লুকালি? আমার অবস্থা দেখে উপহাস কর্‌চিস্? শত যোজন অন্তরে থেকে উপহাস ভীরুর কাজ! না আমাকে ভয় দেখাইতেছিস্? (পুনর্ব্বার বিদ্যুৎস্ফুরণ) (লম্ফ দিয়া) আয়, প্রস্তুত আছি, মৃত্যুকে ভয় করি না, আয় (বজ্রনাদ) একি তোর বজ্রনাদ! (অধর বক্র করিয়া) ভীষণ বজ্রনাদ! ভীষণতা কোথায়? এ যে মুরজ-ধ্বনি! (বৃষ্টি পতন) আয় তোরা সকলে আয়, একত্রে আয়——না—না—কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমাকে প্রতিহিংসার সময় দে; প্রতিহিংসাই আমার এক্ষণে পরম ধর্ম্ম, আমার একমাত্র সুখ, একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, অপেক্ষা কর, শুক্রাচার্য্যকে বধ করি, কৌলিকগণকে বধ করি, (নেপথ্যে বিকট স্বরে) ও—হো—হো—রক্ত ধুয়ে গেল, যা—যা—সব রক্ত ধুয়ে গেল—শুক্রাচার্য্য ও হেমচন্দ্রের রক্ত এক ত্রিশূলে মিশাব—যা—যা—সব ধুয়ে গেল—ত্রিশূল ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল, কি অন্ধকার, কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি নি (বিদ্যুৎ আলোক) কৈ হেমচন্দ্র নেই—ওমা শুক্রাচার্য্য এখানে কেমন ক'রে এল—ও কি চোক্ ক'রে রয়েছে—ভয়—ভয়!

হেমচন্দ্র। (গম্ভীর স্বরে) কে পিশাচী—আমাকে বধ কর্‌বি? কে তুই শুক্রাচার্য্যকে বধ ক'র্‌লি?

ইন্দুমতী। (হেমচন্দ্রের স্বর লক্ষ্য করিয়া নিকটে আসিয়া) আমি—আমি—ইন্দুমতী—না—না—পিশাচী নই—ইন্দুমতী—আমি শুক্রাচার্য্য, আমার পতিকে বধ ক'রেছি—এই ত্রিশূল—রক্ত ধুয়ে গেছে—বধ করেছি—না—না তোমায় বধ ক'র্‌বোনা—আমি পিশাচী নই—তুমি আমার—উঃ—উঃ—উঃ—উঃ ভয় ক'র্‌চে—দেখ—দেখ কেমন ক'রে চেয়ে র'য়েচে—ভয়—ভয়—

পরকাল—নরক—পলাও, আমার সঙ্গে এস—এস (লম্ফ প্রদান, অধিত্যকা হইতে পতন। (পতন-সময়ে চীৎকার, মৃত্যু।)

হেমচন্দ্র। (পার্শ্বে-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ও ইন্দুমতি, ইন্দুমতি—পরকাল, নরক—সংস্কার—ভ্রান্তসংস্কার!—প্রতিহিংসা—কৌলিকগণ নির্ম্মূল হয় নাই—প্রতিহিংসা (অগ্রে গমন, পদদ্বারা ত্রিশূল স্পর্শ) এই ইন্দুমতীর ত্রিশূল—ইন্দুমতীর প্রণয় উপহার! কৌলিকগণের সংহার-অস্ত্র—(ত্রিশূল-চুম্বন।)

(গমন।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[শয়ন গৃহ; সময় মধ্যাহ্ন।]

জগদম্বা। ঘুম আস্‌চে কি?

উদয়চাঁদ। না—কেন, কি ব'ল্‌বে বল না।

জগদম্বা। ব'ল্‌ব কি—না তুমি ঘুমও—এখনকার কথা নয় (দীর্ঘ নিশ্বাস)

উদয়চাঁদ। বলনা কি ব'ল্‌বে, কিছু দুঃখিত দুঃখিত দেখ্‌চি যে? নিশ্বেস ফেল্‌লে কেন?

জগদম্বা। কি ব'ল্‌বো মাথা মুণ্ড—আর কেমন ক'রেই বা ব'ল্‌বো।

উদয়চাঁদ। কি—কি? (হস্ত ধরিয়া) কি?

জগদম্বা। এখন না, সরলা খেয়ে দেয়ে নিক্‌—আহা—

উদয়চাঁদ। কি—কি—কি শুনেচ?

জগদম্বা। তুমি গোল ক'রে উঠ্‌বে।

উদয়চাঁদ। হেমের কিছু হয়েচে নাকি—অ্যাঁ—?

জগদম্বা। কেমন কেমন শুন্‌ছি।

উদয়চাঁদ। কার কাছ থেকে? কে ব'ল্‌লে? আমিত তার কিছুই খবর পাইনি।

জগদম্বা। খবর আর কে দেবে বল; ম'রেচে সত্তি, গাঙ্গুলির মেজ ভাই কাল বাড়ী এসেছিল, সে ব'লেচে।

উদয়চাঁদ। সে শুন্‌লে কার কাছে?

জগদম্বা। হেম যে জমীদারের কাজ ক'র্‌তো, তারি দেওয়ান ব'লেচে। এ খবর আর ঝুট নয়।

উদয়চাঁদ। (শূন্য নয়নে চাহিয়া) তাইত কি হবে?

জগদম্বা। আমিও ভাব্‌চি—এ কথা বলি কি ক'রে—আমার হ'য়েচে সাপে ছুঁচো ধরা; এ কথা কি ব'ল্‌তে পারা যায়? কিন্তু মনে ভেবে দেখ, না ব'ল্লেও নয়।

উদয়চাঁদ। কে ব'ল্‌বে, আমি পার্‌ব না, আমি বাড়ীতে থাক্‌ব না, আমার গা কাঁপ্‌চে—

জগদম্বা। তুমি অমন বুক্‌-দমা খেলে আমি একলা মেয়েমানুষ কি ক'র্‌বো?

উদয়চাঁদ। থাক্ এখন থাক্, আগে ভাল ক'রে জানি শুনি——

জগদম্বা। এর ক'ত্তে আর ঠিক খবর কি পাবে? আর তোমাকে কি কেউ যেচে এ খবর দেবে—তুমি দিন্‌কের দিন ছেলেমানুষ হ'চ্চ।

উদয়চাঁদ। এ বেলা ত থাগ্ দাগ্—দেখ্‌চি সব আমারি ঘাড়ে প'ড়্‌লো।

জগদম্বা। তা তোমার ঘাড়ে নয়ত আর কার ঘাড়ে প'ড়্‌বে; তুমি যেমন নেটা যোটাতে পার; হেমের চাকুরি হ'তেই তুমি কেন ওদের পৃথক্ ক'রে দিলে না?

উদয়চাঁদ। তা দিলেও ত এখন আমারি ঘাড়ে প'ড়্‌তো।

জগদম্বা। সাধ ক'রে বোঝা নিলে কে না ঘাড়ে দেয়?

উদয়চাঁদ। ওরা ত ফেল্‌বার জিনিস্ নয়, ওরা যদি দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়, তা হ'লে লোকে আমাকে কি ব'ল্‌বে?

জগদম্বা। আমি ত আর ওদের তাড়াতে বল্‌চি নি, ওরা থাক্‌—ওরা থাক্‌লে আমারি উপকার ভিন্ন অপকার নেই—ঘর দোর পাট ঝাট করা, গোরুর সেবা করা, রান্না বান্না করা, এ সব ক'র্‌তে ত দুজন লোক চাই—আমি কিছু এ সব কাজ ক'র্‌তে পার্‌বো না—আর ওরা কিছু দুবেলা ভাত খাবে না; রাত্তিরে আধ পয়সা ক'রে জলপান, না হয়, এক পয়সা ক'রে জলপান দিলেই চুকে যাবে—

(একটী বালকের প্রবেশ।)

বালক। মামা—বাহিরে কে একজন পাল্‌কি ক'রে বাবু এয়েচে—মামা—আট জন বেহারা! সঙ্গে রূপোর গাড়ু! কেমন রং করা ছাতা! সকলে ব'ল্‌চে জমিদার এয়েচে, তোমায় ডাক্‌চে।

(বাহিরে গমন।)

(বাহিরে হরপ্রসাদ ও দেওয়ান আসীন।)

উদয়চাঁদ। আজ আমার পরম সৌভাগ্য, ভূস্বামী স্বয়ং এসেচেন।

হরপ্রসাদ। প্রণাম; আপনার নাম উদয়চাঁদ ভট্টাচার্য্য?

উদয়চাঁদ। (বৃদ্ধাঙ্গুলিতে যজ্ঞোপবীত জড়াইয়া, করদ্বয় যুক্ত করিয়া) আজ্ঞে হাঁ।

হরপ্রসাদ। আপনি হেমচন্দ্রের কে হন?

উদয়চাঁদ। আজ্ঞে আমি তাঁর খুল্লতাত; হেমচন্দ্রের পিতা, আমার জ্যেষ্ঠ, পরলোক প্রাপ্ত হ'য়েচেন্‌।

হরপ্রসাদ। হেমচন্দ্রের মাঠাকুরুণ আছেন, তাঁর পরিবার আছেন?

উদয়চাঁদ। (বাটীর ভিতর দিকে চাহিয়া) আজ্ঞা হাঁ, তাঁরা সব আছেন।

দেওয়ান। জমিদার মশায় তাঁদের দেখ্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌চেন, আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাঁদের নিকটে ডাকুন।

উদয়চাঁদ। না, আপত্তি কি—তবে বৌটী বয়স্থা—তা—তাতে আপত্তি কি? সে ত ওঁয়ারি প্রতিপাল্যের মধ্যে; আজ্ঞে আমি ডাকৃচি।

(বাটীর ভিতর গমন।)

(কিঞ্চিৎ পরে তারাদেবীর সরলা সমভিব্যাহারে প্রবেশ।)

উদয়চাঁদ। ইঁনি হেমচন্দ্রের মা।

তারা। (রোদন স্বরে) বাবা আমার হেমচন্দ্র কোথায় বল—তাকে না দেখ্‌তে পেয়ে আমার বুক ফেটে যা'চ্চে বাবা—

দেওয়ান। ভয় নেই মা, তিনি শীঘ্রই আ'স্‌বেন, ছেলেমানুষ না বুঝ্‌তে পেরে একটী কুকর্ম্মে লিপ্ত থেকে ভয় পেয়ে কোথায় পালিয়েচেন। জমিদার মশায় হেমচন্দ্রকে ভালবাসেন, তাঁর খবর নিতে এসেচেন; আপনারা তাঁর কোন খবর পেয়েচেন কি?

উদয়চাঁদ। (চমকিত হ'য়ে) আজ্ঞে আমরা তাঁর কোন খবর পাই নি।

দেওয়ান। তবে তিনি কোথায় আছেন আমরা শীঘ্রই তাঁর অনুসন্ধান ক'র্‌বো।

হরপ্রসাদ। আমি স্বয়ং তাঁর অনুসন্ধানে বেরোবো; ইতিমধ্যে আপনাদের পাছে কষ্ট হয় ব'লে আমি দু-শ টাকা দিয়ে যাচ্চি, মা নিন্‌; আর আপনার হেমচন্দ্র ফিরে এলে আমি যদ্দিন বাঁচি আপনাদের প্রতিপালন ক'র্‌বো।

সরলা। (অতি মৃদুস্বরে) ঠাক্‌রুণ ওটাকা নিও না, ও প্রায়শ্চিত্তের টাকা, আমার মাথা খাও নিও না; ঠাক্‌রুণ সে কখন দোষী নয়, এই দোষী, আমার নিশ্চয়ই মনে হ'চ্চে, এই দোষী, আমাদের এই অবস্থা ক'রে এখন টাকা দিতে এয়েচে।

হরপ্রসাদ। উঁনি, মা, কি ব'ল্‌চেন?

তারা। আমাকে টাকা নিতে মানা ক'র্‌চে।

হরপ্রসাদ। কেন? কেন?

উদয়চাঁদ। কেন? কেন?

তারা। ব'ল্‌চে তুমি দোষী—ও প্রায়শ্চিত্তের টাকা।

হরপ্রসাদ। অ্যাঁ, অ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্তের টাকা, আমি দোষী?

[সহসা উঠিয়া তারাদেবী ও তাঁহার পুত্রবধূর পদানত হইয়া।]

আমি—আমি—দোষী, মা মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর; আপনাদের কোপে আমার স্থষ্টি সংসার খাক্ হ'য়ে যাবে, আমার ভিটেয় কেউ থাক্‌বে না, রক্ষা কর—

[উদয়চাঁদ স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান।]

সরলা। (অতি মৃদুস্বরে) ঠাকুরণ বল তাঁকে এনে দিতে, তা হ'লে মার্জ্জনা ক'র্‌বো।

তারা। বাবা আমরা চিরদুঃখিনী, আমরা তোমার টাকা চাইনি বাবা, আমার ছেলেটীকে এনে দেও, আমি তাকে আর চাকরী ক'র্‌তে কখন বিদেশে পাঠাব না, আর আমি চোকের আড়াল ক'র্‌বো না—

হরপ্রসাদ। মা আমি তাঁর সন্ধান ক'র্‌তে লোক পাঠিয়েচি, আমি স্বয়ং বেরোবো, যত টাকা লাগে আমি খরচ ক'র্‌বো—

উদয়চাঁদ। (স্বগত) বৌমাটী ত আমার কম পাত্র নন—উঃ———

[তারাদেবী ও সরলার গমন।]

হরপ্রসাদ। মা, এই টাকা নিন্—নিন্ মা—

উদয়চাঁদ। নেবেন বৈ কি, আমার কাছে দিন, আমি দেবো—

দেওয়ান। তোমাকে দিলে তুমি যদি ওঁদের ফাঁকি দেও—

উদয়চাঁদ। নারায়ণঃ! এও কি হ'য়ে থাকে! বলি, ওদের প্রতিপালন কে ক'র্‌চে?

হরপ্রসাদ। আচ্ছা ওঁকে দেও, দেখো ঠাকুর, ওঁদের ফাঁকি দিও না, আমি তাহ'লে বড় অসন্তুষ্ট হবো; তুমি ওঁদের সুখে রেখো, আমি উঠ্‌লুম।

[গমন।]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বৈদ্যনাথের মন্দিরে যাইবার পথের পার্শ্বস্থ বন ; প্রদোষ।)

হেমচন্দ্র। (দণ্ডি-বেশ, মস্তকে উষ্ণীষ ; সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ; অগ্নিতে ত্রিশূলের অগ্রভাগ রাখিয়া, স্বগত) আর অধিক বিলম্ব নাই, আমার আদি শত্রু—আমার দুরবস্থার, আমার সমস্ত যন্ত্রণার মূল কারণ, হরপ্রসাদ এক্ষণি তীর্থ স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌বে—কৌলিক-গণের সংহার অস্ত্র এই ত্রিশূল, এই উত্তপ্ত ত্রিশূল আজ উহার সংহার অস্ত্র হবে, আজ উহার হৃদয়ের রক্ত পান ক'রবে—(দূরে ঝম্পধ্বনি) ঐ আস্‌চে, দুরাত্মা পুণ্য প্রকাশ ক'র্‌তে ক'র্‌তে আস্‌চে—(অগ্নিতে ফুৎকার) (উঠিয়া বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দৃষ্টি) কৈ না—দূরে আস্‌চে, কিছু বিলম্ব আছে— (অগ্নির নিকট আসিয়া) আঃ—ত্রিশূল রক্তবর্ণ হ'য়ে এসেচে—(হস্ত মর্দ্দন করিয়া) আঃ (কপালে হস্ত দিয়া) মাতা, স্ত্রী, সমাজ, চরিত্র, সুখ ও সুখের আশা, দুরাত্মা হ'তে সব হারিয়েছি—প্রতিহিংসা (ত্রিশূলের প্রতি দৃষ্টি ; পুনর্ব্বার হস্ত মর্দ্দন করিয়া) আঃ—(হরপ্রসাদের শিবিকার নিকটে উপস্থিতি) এই আস্‌চে (হরপ্রসাদের শিবিকা হইতে অবতরণ) এই—এই—এই সময় গেলে আর পাব না—বেশ অন্ধকার হ'য়ে এসেচে—এই সময় (দ্রুতপদে অগ্নি হইতে ত্রিশূল তুলিয়া বেগে হরপ্রসাদের নিকট গমন) দুরাত্মন্—পিশাচ! দেখ্ আমি কে! (হরপ্রসাদের বক্ষঃস্থলে ত্রিশূলাঘাত; হরপ্রসাদের পতন, হরপ্রসাদের হস্ত হইতে অর্থের থলি লইয়া সবেগে হেমচন্দ্রের বন-মধ্যে পলায়ন।)

হরপ্রসাদ। (পতিত অবস্থায়) উঃ—উঃ—উঃ—মলা—ম—হে—ম স—মুচি—ত—

(অজ্ঞান হওন ও মৃত্যু)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

———০*০———

(হেমচন্দ্রের বাটীর পশ্চাতে পতিত ভূমি ; রাত্রি এক প্রহর।)

হেমচন্দ্র। (একটী পুরাতন বৃক্ষমূলে বসিয়া স্বগত) মরণই স্থিরসংকল্প—মরণই নিশ্চয়—জীবিত থাকা অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ—কারাগার, বধমঞ্চ—না, না, অকাল-মৃত্যুই আমার নিয়তি। মৃত্যুর সহস্র দ্বার খোলা—ভয় কি? আক্ষেপ কি? এই ললাট আর কাহাকে দেখাব? এই চিহ্নের অযথার্থতা আর কাহার প্রতীতি করাব?—দুরাশা! আত্মহত্যা—আমি বিহনে মা ও স্ত্রী যাবজ্জীবন দাসীবৃত্তি ক'র্‌বে—না, না, কখনই না—একত্রে, সকলে একত্রে ম'র্‌বো (শূন্য নয়নে সম্মুখে দৃষ্টি) সরলা এক্ষণি আস্‌বে—বিন্দু অনেকক্ষণ গিয়েছে, সরলা আগত-প্রায় (অদূরে এক জন স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি) ঐ বুঝি আস্‌চে (নয়ন বিস্তারিত করিয়া) সরলাই আস্‌চে (চমকিত হইয়া) অ্যাঁ, এই কি সেই মূর্ত্তি! ও—হো—হো—(উঠিয়া) সরলে সরলে!

সরলা। (স্বামীর স্বরের পরিচয় পাইয়া, দৌড়িয়া আসিয়া সস্নেহে স্বামীর গলদেশ ধারণ করিয়া) নাথ, এই কি, এই কি তোমার সেই মূর্ত্তি? কি বিষম বিপদে পড়েছিলে নাথ? এ গুপ্ত দেখা কেন? এ বেশ কেন?

হেমচন্দ্র। এ বেশ কেন? এ যে দণ্ডি-বেশ সরলে! এ বেশ কি কখন দেখ নি?

সরলা। দেখেছি, দেখেছি নাথ; আমি তোমার বেশের কথা তত জিজ্ঞাসা করিনি—তোমার এ শীর্ণ দেহ, নাথ, এই গুপ্ত দেখা—কি ভয়ে এই গুপ্ত দেখা?

হেমচন্দ্র। অনন্ত দুঃখ সরলে, অনন্ত দুঃখ সহ্য ক'রেছি—সে কথা বলিবার এ স্থান নয়, এ সময় নয়। সরলে, এ গুপ্ত দেখা, এ গুপ্ত মিলন, আমার, আমার শেষ সুখ; আমি এই সুখ দুর্ভাগ্যের হাত থেকে ছিনিয়ে লয়েছি—

সরলা। কেন, নাথ, কেন এ কথা ব'ল্লে? তোমার কাছ থেকে বিচ্ছেদ ক'র্‌তে আমাকে এখন কে পা'র্‌বে?

সরলা। নাথ, কপালে উষ্ণীষ কেন? (উষ্ণীষ উন্মোচন করিয়া, শিহরিয়া) এ কি, নাথ, এ কি?
হেমচন্দ্র। (অবনত-মুখে কঠোর দৃষ্টি) সত্যের জয় পতাকা!
ধর্ম্মের পুরস্কার!!

হেমচন্দ্র। (সস্নেহে সরলার মুখের প্রতি দৃষ্টি ; নয়ন-যুগল হইতে অশ্রু পতন) সরলে! প্রাণাধিকে! দুর্ভাগা হেমচন্দ্রের হৃদয়-রত্ন!

সরলা। (স্বামীর গলদেশ ধারণ করিয়া) প্রাণনাথ! হৃদয়নাথ! (অঞ্চল দ্বারা নয়ন-জল মুছাইয়া, নাথ, কপালে উষ্ণীষ কেন? (কপাল হইতে উষ্ণীষ উন্মোচন করিয়া, শিহরিয়া) একি, নাথ, একি?

হেমচন্দ্র। (অবনত-মুখে কঠোর দৃষ্টি)

সত্যের জয় পতাকা!

ধর্ম্মের পুরস্কার!!

থা'ক্ সরলে, আর কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রো না—সাবধান।

সরলা। হা জন্ম! হা অদৃষ্ট! হা বিধাতঃ! তুমি কি এই দেখ্‌তে আমাকে জীবিত রেখেছ?

হেমচন্দ্র। বৃথা আক্ষেপ! নিয়তি সিদ্ধান্ত হ'য়েছে; বৃথা আক্ষেপ! মৃত্যু ডাক্‌চে—এস, আমার সঙ্গে এস, মাকে নিয়ে এস, নিঃশব্দে এস।

সরলা। নাথ—নাথ, তোমার বুদ্ধি অস্থির হ'য়েছে, আমি তোমাকে ফেলে যাব না।

হেমচন্দ্র। আমার আজ্ঞা পালন কর, নতুবা চিরদিন, সরলে, চিরদিন, দাসীবৃত্তি ক'র্‌তে হবে—বিলম্ব সহে না, ললাটে এই চিহ্ন, হস্তে নর-রক্ত, আমাকে ধ'র্‌বে; শীঘ্র মাকে ডেকে নিয়ে এস, সাবধান যেন গোল না হয়—যাও আজ্ঞা পালন কর।

সরলা। (শূন্য নয়নে, মৃদুস্বরে) নাথ আমার চলিবার শক্তি নাই।

হেমচন্দ্র। আছে, আমি ধ'র্‌ছি (সরলার হস্ত ধরিয়া) এস বিলম্ব সহে না; আমি পশ্চাৎ দ্বারে দাঁড়াই, তুমি মাকে গোপনে ডেকে নিয়ে এস।

(উভয়ের গমন।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(হিমাচল ; রজনী দুই দণ্ড অতীত ; অলকানন্দার পার্শ্বস্থ এক বিজন অধিত্যকায় জনৈক তপোধন, তুষারজাত একটী ব্রহ্মপদ্ম হস্তে আসীন ; হেমচন্দ্র, সরলা ও তারা-দেবীর প্রবেশ।)

তপোধন। (ধ্যানান্তে স্তোত্রপাঠ)

" গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং।
গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীত-রূপম্॥
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গম্।
ভবানী-কলত্রং ভজে পঞ্চ-বক্ত্রম্॥
শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে।
মহেশান্ শূলিন্ জটাজুট-ধারিন্॥
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্ব-রূপ।
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥
পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যম্।
নিরীহং নিরাকারমোঙ্কার-বেদ্যম্॥
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বম্।
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্॥
ন ভূমি র্ন চাপো ন বহ্নি র্ন বায়ু-
র্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা॥
ন গ্রীষ্মো ন শীতম্ ন দেশো ন বেশো।
ন যস্যাস্তি মূর্ত্তি-স্ত্রিমূর্ত্তিং তমীড়ে॥

(হেমচন্দ্র। ন বিদ্যতে দয়া-লেশো নাস্তি কিমপীতি শেষঃ।)

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাম্ ॥
শিবং কেবলম্ ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃ পার-মাদ্যন্তহীনম্ ॥

(হেমচন্দ্র। আদ্যন্ত হীনত্বমধ্রুবেহি বিদ্যতে।)

প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্ ॥
নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দ-মূর্ত্তে ॥
নমস্তে নমস্তে তপো-যোগ-গম্য।
নমস্তে নমস্তে শ্রুতি-জ্ঞান-গম্য ॥

(হেমচন্দ্র। (ঋষিংপ্রতি) নমস্তে নমস্তে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য !)

প্রভো শূল-পাণে বিভো বিশ্বনাথ ॥
মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে ॥
ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ।
শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে ॥

(হেমচন্দ্র। (করেণ ললাটং সংস্পর্শ্য) নিরপরাধে মষ্যেষা করুণা তে।)

[হেমচন্দ্রের মাতা ও স্ত্রীর সহিত কিয়দ্দূর অগ্রসর হওন।]

তারা। বাবা, ঋষিকে কি বল্‌ছিলে বাবা—কোন রূঢ় কথাত বল নি?

হেমচন্দ্র। রূঢ় কথা? না মা; ঋষিকে জ্ঞান দিচ্ছিলাম।

তারা। সে কি বাবা, ঋষিকে কি আমরা জ্ঞান দিতে পারি? বাবা কৈ কেদারনাথের মন্দির? বাবা রাত্রিকাল, পথ বড় দুর্গম!

হেমচন্দ্র। মা আর একটু আসুন, অধিক দূর নাই!

(কিয়দ্দূর গমন।)

তারা। কৈ বাবা মন্দির? এ যে সব বরফ—বড্ড হিম প'ড়্চে বাবা, কানে আর শুন্‌তে পাই নি, সব ঝাপ্‌সা দেখ্‌চি; অ্যাত হিমে রাত্তিরে কেন এলে, তোমার যে ব্যামোহ হবে বাবা। উঃ বড্ড হিম, আমি আর চ'ল্‌তে পারিনি, আমার ঘুম আস্‌চে, বাবা—আ—মি—শু—ই—ই—

(তুষারে শয়ন ও মৃত্যু।)

সরলা। ধর ধর, নাথ, মা মূর্চ্ছা গেলেন—

হেমচন্দ্র। (গম্ভীর স্বরে) মা—মা—মা——

সরলা। (সভয়ে) নাথ, মাকে তোল।

(আপনি তুলিতে উদ্যত।)

হেমচন্দ্র। তুলিবার আবশ্যকতা নাই, মা আর উঠ্‌বেন্ না; এই নিদ্রাই মার কাল-নিদ্রা; এই নিদ্রা আমাদেরও এক্ষণি আস্‌বে—অগ্র পশ্চাৎ—প্রস্তুত হও—

সরলা। না—না—এ মূর্চ্ছা, আমি তুলি—(তারাদেবীর শরীর স্পর্শ করিয়া, শিহরিয়া (নাথ—নাথ—নাথ—এ পাপ—এ বুদ্ধি—

হেমচন্দ্র। অল্প বুদ্ধি, অপরিণামদর্শিনী! তোমার বাঁচিবার তৃষ্ণা থাকে ত পলাও; আমি এখানে মরিতে এসেছি, এইখানেই প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো।

সরলা। তা হ'লে আমি আর কার তরে এ প্রাণ রাখ্‌বো? এ রূঢ় কথা কেন ব'ল্লে নাথ? তুমি কি জান না আমি তোমার 'পদাশ্রিত-লতা!'

হেমচন্দ্র। রূঢ় কথা? না—সরলে; রূঢ় অবস্থায় হ'য়েছে। সরলে, তুমি কি জান না মৃত্যুই এখন আমার পরিত্রাণের একমাত্র উপায়; সুতরাং—

সরলা। (মৃদুস্বরে) নাথ—আমি মরিতে প্রস্তুত—

(উভয়ের কিয়ৎক্ষণ শূন্য নয়নে আপনাপন অবস্থা চিন্তন)

হেমচন্দ্র। বিদায়—সরলে—বিদায়—

সরলা। নাথ, শরীর অবশ হ'য়ে আস্‌চে, পা কাঁপ্‌চে (হেমচন্দ্রের গলদেশ ধারণ করিয়া) নাথ আমি আর দাঁড়াতে পারিনি, আমিও শুই—(শয়ন) (হেমচন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া) বিদায়—বিদায়—নাথ—জন্মান্তরে যেন তোমাকে পাই—বিদায় (নয়ন নিমীলন)

হেমচন্দ্র। বিদায়—সরলে বিদায়; জন্মান্তরে! সরলে, ইহ জন্মে কি পরম দুঃখিনী হও নি? জন্মান্তরে, অলীক আশা—সরলে, অলীক!

(সহসা ঘনমেঘে চন্দ্রমার আবরণ, বিদ্যুৎ-স্ফুরণ, বায়ুর প্রবলভাবে বহন।)

(বিমানে চাহিয়া) এ কি, এ মেঘরাশি কোথা হ'তে এসে ক্রমে চারিদিক অন্ধকার ক'র্‌লে?—ঝড়, বিদ্যুৎ, অন্ধকার—দুর্ভাগ্য! এ কি—এ কি আমার মৃত্যুর আয়োজন?—মৃদু বায়ুতে কি আমার প্রাণ[illegible] বিলীন হবে না? চন্দ্রালোকে কি এ দুর্ভাগার জীবনালোক নির্ব্[illegible] না? নাই হউক—আমার আর জীবিত থাকিবার তৃষ্ণা কি? [illegible]রা বাঁচিলে সুখী হ'বে, তাহারাই বাঁচুক্—আমি মরিতে প্রস্তুত—বহ—বহ ঝড়, প্রবলতর বেগে বহ—অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হ——

[নেপথ্যে বজ্রনাদ সদৃশ ভীষণ শব্দ; শীহরিয়া হেমচন্দ্রের পার্শ্বে দৃষ্টি; নিমিষমধ্যে বিশাল তুষার-রাশি পর্ব্বতাধার-ভ্রষ্ট হইয়া হেমচন্দ্রের উপর পতন ও হেমচন্দ্রের মৃত্যু]

(যবনিকা পতন।)

সমাপ্ত।